এক নজরে রাসূলুল্লাহ (স)-কে জানুন

মাওলানা মোফাজ্জল হক

এক নজরে
রাসূলুল্লাহ (স)-কে জানুন

মাওলানা মোফাজ্জল হক

ISBN 978-984-8927-42-7

প্রকাশক

প্রকাশক: সবুজপত্র পাবলিকেশন্স'র পক্ষে মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০। ফোন: ০২ ৪৭১১২৫৭৭
মোবাইল: ০১৭৫০০৩৬৭৮৭, ০১৭৭১৫৫৭৯০৯, ০১৭৭১১৪৪৭২৬ (বিকাশ-মার্চেন্ট)
বিক্রয়কেন্দ্র: ০১৭৫০০৩৬৭৯০, ০১৭৫০০৩৬৭৯২ (বাংলাবাজার)
০১৭৫০০৩৬৭৯১ (মগবাজার), ০১৭৫০০৩৬৭৯৩ (কাঁটাবন)
website: www.sobujpatro.com
e-mail: info_admin@sobujpatro.com
fb.com/sobujpatrobd

সপ্তম মুদ্রণ: নভেম্বর ২০২০
প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০০৯

প্রচ্ছদ: হামিদুল ইসলাম

মুদ্রণ: মাদার প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০
বাঁধাই: অনিক বাঁধাই

মূল্য: ত্রিশ টাকা মাত্র

Ek Nojare Rasulullah (s) ke Janun
by Mawlana Mofajjal Haque
Published by Sobujpatro Publications
34 Northbrook Hall Road, Banglabazar, Dhaka 1100

Price: Taka Thirty only

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! মানবতার বন্ধু বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কিছু লিখতে পারায় মহান মাবুদের দরবারে জানাই লাখো-কোটি শোকরিয়া। মহানবী সম্পর্কে অসংখ্য সীরাত গ্রন্থ লেখা হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আরো লেখা হবে, ইনশাআল্লাহ! বাংলা ভাষায় লেখা এবং আরবী, ফার্সি, উর্দু ও ইংরেজিসহ বিভিন্ন ভাষা থেকে অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাও অনেক। সীরাতে ইবনে ইসহাক, সীরাতে ইবনে হিশাম, সীরাতুন নবী, সীরাতে সরওয়ারে আলম, হায়াতুন নবী, খাসাসুল কোবরা, রাহীকুল মাখতুম ইত্যাদি বাংলায় অনূদিত বৃহৎ সীরাত গ্রন্থ।

সাধারণ মানুষের পক্ষে এই কিতাবগুলো সংগ্রহ করা ও কেনা কিছুটা দুরূহ ও কষ্টসাধ্য। বিশেষ করে গ্রামের দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের পক্ষে আরো কঠিন ব্যাপার। তাই এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন হাদীসের কিতাব ও সীরাত গ্রন্থ থেকে চয়ন করে অত্যন্ত সহজ ভাষায় 'এক নজরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানুন' বইখানা লেখা হয়েছে। যে কেউ বইটি পড়লে রাসূলুল্লাহ'র জীবনী সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ'র জীবনী একটি বিশাল সমুদ্র। তাঁর মাঝে এটা একবিন্দু জলের শত ভাগের এক ভাগও নয়। এ দিয়ে তৃষ্ণার্তদের কিছুই হবে না। তারপরও পিপাসা নিবারণের আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষে এ প্রয়াস।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের সন-তারিখ ও অবস্থান নিয়ে সীরাত গ্রন্থসমূহে ভিন্নতা রয়েছে। এখানে প্রামাণ্য ও অধিক প্রচলিত মতকেই প্রাধান্য দিয়ে দলিল সূত্রও দেওয়া হয়েছে।

এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার দ্বারা যদি মানুষের কিছু উপকার হয় তাহলে রাব্বুল আলামীনের দরবারে জাযায়ে খায়েরের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। এই বই ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা কেন্দ্রের দশম প্রকাশনা। তিনি যেন আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার তাওফীক দান করেন। দেশের খ্যাতিমান প্রকাশনা সংস্থা 'সবুজপত্র' পাবলিকেশন্স-এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হওয়ায় এ গ্রন্থের প্রচার ও পাঠকপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করছি। বইখানিতে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি গোচরীভূত হলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত হবে, ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ আমাদের সবাইকে মাফ করুন। আমীন!

মোফাজ্জল হক
নশরতপুর, বগুড়া।

সূচিপত্র

এক নজরে

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনচিত্র

জন্ম : ১২ রবিউল আউয়াল মতান্তরে ৯ রবিউল আউয়াল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে (৫৭০ খ্রি. প্রচলিত মত) সোমবার সুবহে সাদিকের সময় মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

নাম : মুহাম্মদ (আল্লাহর পক্ষ থেকে আহমদ)

পিতা : আবদুল্লাহ

মাতা : আমেনা বিনতে ওয়াহাব

দাদা : আবদুল মোত্তালিব

দাদি : ফাতেমা বিনতে আমর

নানা : ওয়াহাব ইবনে মান্নাফ ইবনে জোহরা

নানি : বারা বিনতে আবদুল উযযা

চাচা : ৯ জন। হারেছ, যুবায়ের, আবু তালিব, হামজা, আবু লাহাব, গাইদাক, মাকহুম, সাফারক, আব্বাস।

ফুফু : ৬ জন। বায়েজা, বাররা, আতিকা, ছাফিয়া, আরোয়া, উমাইয়া।

ভাই-বোন : রাসূলে কারীম (স) ছাড়া তাঁর বাবা-মার কোনো সন্তান ছিল না।

পিতার মৃত্যু: ব্যবসার উদ্দেশ্যে গমনের পথে মদিনায় মারা যান। বয়স ২৫ বছর, তখন রাসূল (স) মায়ের গর্ভে।

রাসূল (স) ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর তাঁর মা, দাদা আবদুল মোত্তালিবের নিকট সংবাদ দিলে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে নাতির নাম রাখলেন মুহাম্মদ। সপ্তম দিনে নাতির খাতনা করালেন (এ রকম আরবের রেওয়াজ ছিল)।

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি খাতনা করা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মা আমেনা ৭ দিন দুধপান করানোর পর আবূ লাহাবের দাসী সাওবিয়া তাকে ৮ দিন দুধ পান করান।

আরবের নিয়ম মোতাবেক ধাত্রী হালিমা বিনতে জুয়াইরের কাছে তাঁকে সোর্পদ করলেন। দু' বছর বয়স হলে হালিমা দুধ পান বন্ধ করিয়ে মা আমেনার কাছে ফেরত আনলেন। ইচ্ছে ছিল আরো কিছু দিন তার কাছে থাকুক। মা আমেনা এ ইচ্ছা পূরণ করে ছেলেকে আবার তাঁর কাছে ফিরিয়ে দিলেন।

চার অথবা পাঁচ বছর বয়সে তার সিনাচাক (বক্ষ বিদীর্ণ) হয়েছিল। ইবনে ইসহাক বলেন, এ ঘটনা তিন বছর বয়সে ঘটেছিল। সিনাচাক ঘটনার পর হালিমা ভীত হয়ে শিশু মুহাম্মদকে তার মায়ের কোলে দিয়ে যান।

ছয় বছর বয়সে মা আমেনা স্বামীর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় যান। সাথে ছেলে মুহাম্মদ, শ্বশুর আবদুল মোত্তালিব ও স্বামীর রেখে যাওয়া দাসী উম্মে আয়মান ছিলেন।

যিয়ারত শেষে মক্কা ফেরার পথে আবওয়া নামক স্থানে মা আমেনা মারা যান। তখন রাসূল (স)-এর বয়স ছয় বছর। লালন-পালনের পুরো দায়িত্ব এসে পড়ে দাদা আবদুল মোত্তালিবের উপর।

রাসূল (স)-এর বয়স যখন আট বছর দুই মাস দশ দিন তখন দাদা আবদুল মোত্তালিব মারা যান। দাদা মারা যাওয়ার সময় চাচা আবূ তালিবকে বলে যান নাতী মুহাম্মদের তত্ত্বাবধান করার জন্য। রাসূল (স)-এর বাবা আবদুল্লাহ ও আবূ তালিব দুজন এক মায়ের সন্তান।

বারো বছর বয়সে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা

রাসূল (স)-এর বয়স যখন বারো বছর তখন চাচা আবূ তালিব সিরিয়ায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে তাঁকেও তিনি সাথে নিয়ে যান।

পথে পাদ্রী বুহাইরার আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি আবূ তালেবকে বলেন, এই ছেলের কিছু নির্দশন পেয়েছি, তাতে তিনি একজন মহামানব হবেন। আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থের বর্ণনা মোতাবেক তিনি শেষ যামানার নবী হবেন। আমি তাঁর মহরে নবুওয়াতের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। তাঁর ঘাড়ের নিচে নরম হাড়ের পাশে একটি আপেল ফলের মতো চিহ্ন আছে।

তারপর বুহাইরা আবূ তালিবকে বলেন, এই ছেলেকে সিরিয়ায় নিয়ে যাবেন না। ইহুদীরা তাঁর ক্ষতি করতে পারে। তখন আবূ তালিব তাকে সেখান থেকে মক্কায় ফেরত পাঠান।

পনেরো বছর বয়সে ফুজ্জারের যুদ্ধ

পনেরো বছর বয়সের সময় ফুজ্জারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ ছিল দুটি গোত্রের মধ্যে– কুরাইশ ও কায়েস আইনাল। রাসূল (স) এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং চাচাদের হাতে তীর তুলে দিতেন।

সতেরো বছর: হিলফুল ফুজুল গঠন

ফুজ্জারের যুদ্ধের পর বনূ হাশেম, বনূ মোত্তালিব, বনূ আসাদ, বনূ যোহরা, ইবনে কেলাব এবং বনূ তাইম ইবনে সোররা তারা সবাই আবদুল্লাহ ইবনে

জুদয়ানের বাড়িতে গেলেন এবং হিলফুল ফুজুল নামে একটি অঙ্গীকারনামায় তাঁরা সংঘবদ্ধ হলেন। ফুজাইল ইবনে হারেস, ফুজাইল ইবনে দাকাহ ও মুফাজ্জাল নামক জুরহাস ও কাতুর বংশের তিনজনের নামে হিলফুল ফুজুল নাম রাখা হয়।

চব্বিশ বছরঃ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন

২৪ বছর বয়সে দ্বিতীয় বার আবূ বকরের সাথে সিরিয়ায় বাণিজ্যে যান। ২৫ বছর বয়সে তৃতীয় বার বিবি খাদিজার মালামাল নিয়ে ঐ দেশে বাণিজ্যে যান।

পঁচিশ বছরঃ খাদীজা (রা)-কে বিয়ে

২৫ বছর ২ মাস ১০ দিন বয়সে তিনি বিবি খাদিজাকে বিয়ে করেন তখন বিবি খাদীজার বয়স ছিল ৪০ বছর।

পঁয়ত্রিশ বছরঃ হাজারে আসওয়াদ পুনঃস্থাপনে নেতৃত্ব দান

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে কাবাঘর মেরামতে নেতৃত্ব দেন এবং হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) নিজ হাতে সরিয়ে সমূহ-রক্তক্ষয়ী বিবাদের সমাধান করেন।

চল্লিশ বছরঃ নবুওয়াত লাভ, কুরআন নাযিল শুরু

চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেন। ২৭ রমযান, সোমবার হেরা পাহাড়ের গুহায় প্রথম কুরআন নাযিল শুরু হয়। 'ইকরা বি ইসমি রাব্বিকাল লাজি খালাকা' সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নাযিল হয়।

একচল্লিশ, বিয়াল্লিশ ও তেতাল্লিশ

নবুওয়াতের প্রথম তিন বছর তিনি গোপনে ইসলাম প্রচারের কাজ করেন।

চুয়াল্লিশ বছর

নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে রাসূল (স) ১৫ জন সাহাবীকে আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দেন।

পঁয়তাল্লিশ বছর

নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা হামযা (রা) ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর ওমরও এ বছরই ইসলাম গ্রহণ করেন।

ছেচল্লিশ বছর

নবুওয়াতের সপ্তম বছরে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করে দেখান।

ছেচল্লিশ, সাত চল্লিশ ও আট চল্লিশ বছর

নবুওয়াতের ৭-১০ বছর অর্থাৎ ৩ বছর শি'আবে আবী তালিবে বয়কট অবস্থায় থাকেন।

ঊনপঞ্চাশ বছর: আবূ তালেব ও খাদীজার ইন্তিকাল

নবুওয়াতের ১০ বছরে রমযান মাসে চাচা আবু তালেব মৃত্যুবরণ করেন। তার তিন দিন পর বিবি খাদিজাও ইন্তিকাল করেন। এ সময় মদিনা থেকে ৬ জনের একটি দল ইসলাম কবুল করে।

পঞ্চাশ বছর

নবুওয়াতের ১১ বছর মহররম মাসে তায়েফে দাওয়াতী কাজে যান এবং নির্যাতিত হন। এ হিজরীতে আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বায়‘আত অনুষ্ঠিত হয়।

একান্ন বছর: মিরাজ সংঘটিত

নবুওয়াতের ১২ বছরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মিরাজ সংঘটিত হয় এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়।

বায়ান্ন বছর: মদীনায় হিজরত

১৩ নবুওয়াতী বছরে রাসূলুল্লাহর (স) সাহাবীগণকে মদিনায় হিজরতের আদেশ দেন। কুরাইশদের ১২ জন যুবক রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যার জন্য বাড়ি ঘেরাও করে রাখে। এরই মধ্য থেকে তিনি ৮ রবিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার মদিনায় হিজরত করেন। হিজরী সন এখান থেকেই গণনা করা হয়। ৬২২ ঈসায়ী থেকে প্রথম হিজরী সন শুরু হয়।

তেপ্পান্ন বছর: প্রথম হিজরী

- মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ বছরই জুমু‘আর নামায ফরয হয়।
- আযানের প্রচলনসহ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুকুম নাযিল হয়।
- তিনটি খণ্ড যুদ্ধাভিযান চলে। এ হিজরীতেই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা’র সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ হয়।

চুয়ান্ন বছর: দ্বিতীয় হিজরী

- কুরবানী ওয়াজিব।
- কিবলা পরিবর্তন হয়।
- কাবার দিক মুখ করে নামায পড়ার হুকুম হয়। ইতঃপূর্বে কিছুকাল কেবলা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস।
- রোযা ফরয হয়।
- যাকাত ফরয হয়।
- ঈদের নামায চালু হয় ও সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয়।
- বদরসহ ৫টি যুদ্ধ রাসূল (স) নিজে পরিচালনা করেন।
- ৩টি খণ্ড যুদ্ধ অভিযান চালান।
- ফাতেমা (রা)-এর সাথে আলী (রা)-এর বিয়ে হয়।
- রাসূলুল্লাহ (স)-এর দ্বিতীয় মেয়ে রুকাইয়া ইন্তিকাল করেন।
- সালমান ফারেসী (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন।

পঞ্চান্ন বছর: তৃতীয় হিজরী

- রাসূল (স)-এর চাচা হামজা (রা) শহীদ হন।
- উহুদসহ ৩টি যুদ্ধ পরিচালিত হয় (গাতফান, উহুদ, হাজরাউল আসাদ)
- মদের প্রথম নিষেধাজ্ঞা নাযিল হয়।
- বিয়ের আইন ও স্বামী-স্ত্রীর অধিকার নাযিল হয়।
- সুদ ত্যাগের প্রাথমিক নির্দেশ দেওয়া হয়।
- ২টি খণ্ড যুদ্ধ অভিযান পরিচালিত হয়।
- হাফসা ও যয়নাব বিনতে খুজাইম (রা)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিয়ে হয়।
- কিসাসের হুকুম (শাস্তির বিধান) নাযিল হয়।
- উত্তরাধিকারী বিধান (ওয়ারিসের সম্পত্তি বণ্টন) নাযিল হয়।
- রাসূলুল্লাহ (স)-এর তৃতীয় মেয়ে উম্মে কুলসুমের সাথে উসমানের (রা) বিয়ে হয়।

ছাপ্পান্ন বছর: চতুর্থ হিজরী

পর্দার হুকুম ও মদ পান হারাম হয়। এ হিজরীতে রাসূল (স) উম্মে সালমাকে বিয়ে করেন। এ সময় ২টি যুদ্ধ সংঘটিত ও ৪টি খণ্ড যুদ্ধাভিযান হয়।

সাতান্ন বছর: পঞ্চম হিজরী

- এ সময়ে খন্দকসহ ৫টি যুদ্ধ ও ১টি খণ্ড যুদ্ধ হয়।
- ওযূ ও তায়াম্মুমের হুকুম নাযিল হয়।
- যয়নব বিনতে জাহাশ ও জোয়াইরিয়া (রা)-কে রাসূল (স) বিয়ে করেন।
- রাসূল (স) ঘোড়া থেকে পড়ে আঘাত পান।
- ৫ দিন বসে বসে নামায আদায় করেন।
- আয়েশা (রা) বিরুদ্ধে ইফ্‌কের (অপবাদ) ঘটনা সংঘটিত হয়।

আটান্ন বছর: ষষ্ঠ হিজরী

- ৩টি যুদ্ধ ও ১১টি খণ্ডযুদ্ধ অভিযান (মোট ১৪টি) হয়।
- হুদায়বিয়ার সন্ধি হয়।
- সিল মহরের জন্য রুপার আংটি তৈরি করেন।
- বিভিন্ন বাদশার নিকট পত্রের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত পৌছান।
- ব্যভিচারের শাস্তির হুকুম (রজম) নাযিল হয়।
- মিথ্যা অপবাদের শাস্তি নাযিল হয়।
- রাসূলুল্লাহ (স)-এর দু'আয় বৃষ্টিপাত হয়।

উনষাট বছর: সপ্তম হিজরী

- খায়বার যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
- ৩টি যুদ্ধ ও ৫টি খণ্ডযুদ্ধ (মোট ৮টি) সংঘটিত হয়।
- রাসূল (স) উম্মে হাবিবা, সাফিয়্যা, মারিয়া ও মাইমুনা (রা)-কে বিয়ে করেন।
- বাদশাহ নাজ্জাশী ইসলাম কবুল করেন।
- চুরির শাস্তি বিধান নাযিল হয়।
- হারাম-হালাল খাদ্য চিহ্নিত করে আয়াত নাযিল হয়।
- সুদ নিষিদ্ধ হয়।
- বিয়ে ও তালাকের বিধান নাযিল হয়।

ষাট বছর: অষ্টম হিজরী

- মক্কা বিজয়ের পর তায়েফ অবরোধ করা হয়।
- কাবাঘর তাওয়াফ করেন।
- কাবাঘর থেকে মূর্তি সরানো হয়।
- মসজিদে মিম্বর তৈরি করেন।
- মুতা ও হুনাইনসহ ৪টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
- ১০টি খণ্ড যুদ্ধাভিযান পরিচালিত হয়।
- রাসূলুল্লাহ (স)-এর পুত্র ইবরাহীমের জন্ম হয়।
- রাসূলুল্লাহ (স)-এর বড় মেয়ে যয়নবের মৃত্যু হয়।

একষট্টি বছর: নবম হিজরী

- হজ্জ ফরয হয়।
- তাবুক যুদ্ধ হয়।
- ৩টি খণ্ড যুদ্ধঅভিযান সংঘটিত হয়।
- রাসূলুল্লাহ (স)-এর মেয়ে উম্মে কুলসুমের মৃত্যু হয়।
- আবূ বকর (রা)-কে 'আমীরুল হজ্জ' করে মক্কায় পাঠান।
- স্ত্রীদের অসঙ্গত দাবির কারণে রাসূলুল্লাহ (স) এক মাস তাদের কাছে না যাওয়ার কসম করেন।
- মুনাফিকদের তৈরি 'মসজিদে জেরা'র ভেঙে দেওয়া হয়।
- **বাষট্টি বছর: দশম হিজরী**
- রাসূল (স)-এর পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যু হয়।
- ১ লাখ ১৪ হাজার সাহাবীসহ হজ্জ পালন করেন।
- বিদায় হজ্জে ভাষণ দেন।
- ২টি খণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

তেষট্টি বছর: একাদশ হিজরী

- ১টি খণ্ডযুদ্ধ হয়।
- ২৮ সফর বুধবার মাথাব্যথা ও জ্বর হয়।
- ১৪ দিন অসুস্থ থাকেন।
- ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার প্রায় দুপুরে ৬৩ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।
- আয়েশার (রা) ঘরে তাঁকে দাফন করা হয়।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেহারার সাথে পাঁচ ব্যক্তির চেহারার মিল

বনূ আবদে মান্নাফের পাঁচ ব্যক্তির চেহারার সাথে রাসূল (স)-এর চেহারার এত বেশি মিল ছিল যে, দূর থেকে দেখলে অথবা ক্ষীণ দৃষ্টির লোকেরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেহারার সাথে তালগোল পাকিয়ে ফেলত। তারা হলেন,

১. আবূ সুফিয়ান ইবনে হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব। তিনি রাসূল (স)-এর চাচাত ও দুধ ভাই।
২. কুসাম ইবনে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব। তিনিও রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচাত ভাই।
৩. সায়িব ইবনে ইবায়িদ। তিনি ছিলেন, ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দাদা।
৪. হাসান ইবনে আলী (রা), রাসূলুল্লাহ (স)-এর নাতি।
৫. জাফর ইবনে আবী তালিব (রা)। রাসূল (স)-এর চাচাত ভাই। আলী (রা)-এর আপন ভাই।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ছেলে-মেয়ের পরিচয়

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ছেলে ৩ জন ও কন্যা ৪ জন। ছেলেরা হলেন– ১. কাসেম, ২. আবদুল্লাহ ও ৩. ইবরাহীম। আর কন্যারা হলেন– ১. যয়নব, ২. রুকাইয়া, ৩. উম্মে কুলসুম ও ৪. ফাতেমা (রা)।

ছেলে সন্তানদের বর্ণনা

১. **কাসেম:** খাদীজা (রা)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কাশিম খাদীজা (রা)-এর প্রথম পুত্র সন্তান। দুই বছর বয়সে তিনি মারা যান।

২. **আবদুল্লাহ:** তিনি খাদীজা (রা)-এর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে মারা যান তিনি। তাঁর আরও দুটি ডাকনাম ছিল– তাহির ও তাইয়েব। অনেকে তাহির ও তাইয়েবকে দুইজন মনে করে থাকেন।

৩. **ইবরাহীম:** অষ্টম হিজরীতে মারিয়া (রা)-এর গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৭/১৮ মাস বয়সে তিনি মারা যান। আবূ রাখের স্ত্রী তাঁর ধাত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। জন্মের সপ্তম দিন এ শিশুর আকীকা দেওয়া ও মাথা

মুণ্ডন করা হয় এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নামানুসারে তাঁর নাম রাখা হয় ইবরাহীম। অবশেষে ধাত্রীর ঘরেই তিনি মারা যান। রাসূলুল্লাহ (স) নিজে তাঁর জানাযা পড়ান।

কন্যা সন্তানদের বর্ণনা

১. **যয়নব (রা):** রাসূলুল্লাহ (স)-এর বড় মেয়ে যয়নব খাদীজা (রা)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বয়স যখন ত্রিশ বছর তখন যয়নবের জন্ম হয়। যয়নবের বিয়ে হয় তাঁরই খালাত ভাই আবুল আসের সাথে। আবুল আস মুসলিম না হওয়ায় বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়। অতঃপর যয়নবকে মদীনায় পাঠানোর শর্তে রাসূল (স) তাকে মুক্তি দেয়। অবশেষে আবুল আস ষষ্ঠ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করে যয়নবের সাথে মিলিত হন। হিজরী অষ্টম সালে যয়নব (রা) ইনতিকাল করেন।

২. **রুকাইয়া (রা):** রাসূলুল্লাহ (স)-এর ৩৩ বছর বয়সে খাদীজা (রা)-এর গর্ভে রুকাইয়া (রা)-এর জন্ম হয়। আবূ লাহাবের শত্রুতার কারণে ছেলে স্ত্রীকে তালাক দেয়। হযরত উসমানের সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয়। রুকাইয়া (রা)-কে নিয়ে হযরত উসমান (রা) আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। পরে সেখান থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন এবং রুকাইয়া অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ রোগীকে রেখে উসমান (রা) বদরের যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। যেদিন যুদ্ধ জয়ের খবর আসে সেদিন রুকাইয়া (রা) ইনতিকাল করেন। রাসূল (স) যুদ্ধে অবস্থান করার কারণে মেয়ের জানাযায় অংশ নিতে পারেননি।

৩. **উম্মে কুলসুম (রা):** রাসূল (স)-এর তৃতীয় মেয়ে উম্মে কুলসুম খাদীজা (রা)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রুকাইয়ার মৃত্যুর পর হযরত উসমানের সাথে তার বিয়ে হয়। ৩ হিজরীতে বিয়ে হয় এবং ৯ হিজরীতে মারা যান। ৬ বছর উসমান (রা)-এর সাথে সংসার জীবন করেন। রাসূল (স) নিজে তাঁর জানাযা পড়ান। আলী, উসামা ইবনে যায়েদ ও ফজল ইবনে আব্বাস (রা) লাশ কবরে নামান।

৪. **ফাতেমা (রা):** রাসূল (স)-এর সর্বশেষ কন্যা ফাতেমা (রা)। নবী করীম (স)-এর নবুওয়াতের এক বছর আগে খাদীজা (রা) গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় হিজরীতে আলী (রা)-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। ফাতেমা (রা)-এর বয়স যখন ১৫ বছর ৫ মাস আলী (রা)-এর বয়স তখন ২১ বছর ৫ মাস। আলী (রা) ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। তাঁর থাকার ঘর পর্যন্ত ছিল না। ইবনে নোমান (রা) তাঁকে একটি বাড়ি দান করেন। ফাতেমা (রা)-এর সন্তান ছিল ৫ জন, তন্মধ্যে ৩টি ছেলে ও ২টি মেয়ে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের ছয় মাস পর ১১ হিজরীর রমযান মাসে ২৫ বছর বয়সে ফাতেমা (রা)-এর মৃত্যু হয়।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রীগণের পরিচয়

১. খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা): বয়স ৪০, বিধবা। রাসূলের বয়স ২৫ বছর। বিয়ের সন ৫৯৫ ঈসায়ী। মোহরানা ২০টি উট। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬৫ বছর।

২. সওদা বিনতে যাময়া (রা): বয়স ৫০, বিধবা। রাসূলের বয়স ৫৩ বছর। বিয়ের সন ১০ নবুওয়াতী বছর। মোহরানা ৪০০ দিরহাম। মৃত্যু বয়স ৭০ বছর।

৩. আয়েশা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক (রা): বয়স ৬, কুমারী। রাসূলের ৫৪ বছর। বিয়ের সন ১০ নবুওয়াতী বছর। ৯ বছর বয়সে তিনি রাসূল (স)-এর ঘরে আসেন। মোহরানা ৪০০ দিরহাম। মৃত্যুকালে আয়েশা (রা)-এর বয়স ছিল ৬৬ বছর।

৪. হাফসা বিনতে ওমর (রা): বয়স ২০, বিধবা। রাসূলের বয়স ৫৫ বছর। বিয়ের সন ৩ হিজরী। মোহরানা ৪০০ দিরহাম। মৃত্যু ৮১ বছর বয়সে।

৫. যয়নব বিনতে খুজাইম (রা): বয়স ২৯, বিধবা। রাসূলুল্লাহর বয়স ৫৫ বছর। বিয়ের সন ৪ হিজরী। মোহরানা ৪০০ দিরহাম। মৃত্যু বয়স ৩০ বছর।

৬. উম্মে সালমা বিনতে উমাইয়া (রা): বয়স ৩৮, বিধবা। রাসূলের বয়স ৫৬ বছর। বিয়ের সন ৪ হিজরী। মোহরানা ১টি প্লেট, পেয়ালা ও যাঁতা। মৃত্যু বয়স ৮২ বছর।

৭. যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা): বয়স ৩৭, তালাকপ্রাপ্তা। রাসূলের বয়স ৫৭ বছর। বিয়ের সন ৫ হিজরী। মোহরানা ৪০০ দিরহাম। মৃত্যু বয়স ৫৫ বছর।

৮. জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রা): বয়স ৩৯, বিধবা। রাসূলের বয়স ৫৭ বছর। বিয়ের সন ৫ হিজরী। মোহরানা ৪০০ দিরহাম। মৃত্যু বয়স ৬৫, ৫০ হিজরী।

৯. রায়হানা বিনতে শামউন (রা) (ইহুদী কন্যা): বয়স ৪১, বিধবা। রাসূলের বয়স ৬০ বছর। বিয়ের সন ৮ হিজরী। মোহরানা– দাসত্ব থেকে আযাদ করে মোহরানা আদায়। মৃত্যু বয়স ৪২ বছর, ১০ হিজরী।

১০. সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতার (রা) (ইহুদী কন্যা): বয়স ৪০, বিধবা। রাসূলের বয়স ৫৯ বছর। বিয়ের সন ৭ হিজরী। মোহরানা– দাসত্ব থেকে মুক্তির বিনিময়। মৃত্যু বয়স ৮২ বছর, ৫০ হিজরী।

১১. মারিয়া কিবতিয়া (রা) (খ্রিস্টান কন্যা): বয়স ৪০, বিধবা। রাসূলের বয়স ৫৯ বছর। বিয়ের সন ৬ হিজরী। মোহরানা– মিসরের বাদশা নিজে মোহরানা আদায় করেন। উপঢৌকন হিসেবে মিসরের বাদশা কর্তৃক প্রেরিত। মৃত্যু বয়স ৪৭ বছর, ১৬ হিজরী।

১২. উম্মে হাবিবা বিনতে আবূ সুফিয়ান (রা): বয়স ৪০, বিধবা। রাসূলের বয়স ৫৯ বছর। বিয়ের সন ৭ হিজরী। মোহরানা ৪০০ দিরহাম। মৃত্যু বয়স ৭৪ বছর, ৪৪ হিজরী।

১৩. মাইমুনা বিনতে হারিস (রা): বয়স ৫১, বিধবা। রাসূলের বয়স ৫৯ বছর। বিয়ের সন ৭ হিজরী। মোহরানা ৪০০ দিরহাম। মৃত্যু বয়স ৮৭ বছর, ৫১ হিজরী।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর শরীরের গড়ন

মাথা: রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাথা ছিল আকারে একটু বড়।

চুল: মাথার চুল ছিল কানের লতি বরাবর কিছুটা কোঁকড়ানো ঢেউ খেলানো বাবরী। তিনি মাথার মধ্যখানে সিঁথি করতেন। চুলে তেল ও আতর মাখতেন। চুল ঘন ও কালো ছিল। ইন্তিকালের পূর্বে ১৮/২০টি চুল পেকেছিল। রাসূল (স) তিন রকমের চুলই রেখেছেন– বাবরী, কেটে ছোট করে ও মাথা মুণ্ডন করে।

কপাল: প্রশস্ত ও মসৃণ।

নাক: নাকের ডগার মধ্যভাগ উঁচু এবং ছিদ্র ছিল সংকীর্ণ।

দাঁত: সামনের দাঁত ছিল উজ্জ্বল ও একটু ফাঁক।

চোখ: ডাগর ডাগর। চোখের মণি খুব কালো। সাদা অংশে সামান্য লাল আভা। পাতা ছিল বড়। মনে হতো চোখে সুরমা দিয়েছেন।

ভ্রূ: প্রশস্ত ও জোড়া লাগানোর মতো।

চেহারা: নূরানী চেহারা! মুখায়ব গোলাকার। দুধে আলতা মেশানো রং। ফর্সা ও ঝকঝকে।

আকার: খুব লম্বাও নয়, খুব খাটোও নয়। মধ্যমের চেয়ে একটু বড়। অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। তাঁর মতো আর কাউকে দেখা যায়নি।

দাঁড়ি: মানানসই ঘন ও বড়। শেষে থুতনীর ছোট দাঁড়ি ও চিপে একটু পাক ধরেছিল। লম্বা চওড়ায় সুন্দর সাইজ করে করতেন।

হাত: হাতের আঙ্গুলগুলো লম্বা। কব্জী হতে কনুই পর্যন্ত পশম ছিল। তালু মাংশে ভরা বেশ প্রশস্ত।

বুক: বুক কিছুটা উঁচু ও প্রশস্ত। বীরের মতো। বুক থেকে নাভি পর্যন্ত পশমের একটা সরু রেখা ছিল। এছাড়াও শরীরের পশম ছিল।

পেট: মোটা কিংবা ভুড়ি ছিল না। বেশ সুন্দর সমান ছিল।

ঘাম: ঘামলে মতির মতো দেখা যেত। ঘামের মধ্যে মিশক আম্বরের মতো সুগন্ধ ছিল।

পা: পায়ের গোছা সরু ছিল। পায়ের পাতার মধ্য ভাগে কিছু খালি ছিল। চলার সময় সামনে ঝুঁকে চলতেন।

কাঁধ/পিঠ: কাঁধ ছিল প্রশস্ত। দুই কাঁধের মাঝখানে একটু নিচে পিঠে মহরে নবুওয়াত ছিল। দেখতে কবুতরের ডিমের মতো। রং ছিল তাঁর গায়ের রংয়ের সাথে মিলানো।

রাসূলুল্লাহ (স) যেসব পোশাক পরেছেন

- পোশাক ব্যবহারে কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না।
- তিনি চাদর ও লুঙ্গি পরতেন।
- তিনি জামা পোশাককে বেশি পছন্দ করতেন।
- পায়জামা পড়তেন না, তবে মিনার বাজার থেকে একটা পায়জামা কিনেছিলেন।
- সাদা কাপড় বেশি পছন্দ করতেন।
- সবুজ ও জাফরানীসহ সব রঙের কাপড় ব্যবহার করেছেন।
- মোজা পরার অভ্যাস ছিল না, তবে নাজ্জাশী বাদশাহর পাঠানো চামড়ার মোজা ব্যবহার করেছেন।
- মাথার সাথে লেগে থাকা টুপি ব্যবহার করতেন।
- অধিকাংশ সময়ে কালো পাগড়ি ব্যবহার করতেন।
- পাগড়ির নিচে টুপি পরতেন। তার তিনটি টুপি ছিল। ১. সাদা সুতার কাজ করা। ২. ইয়ামেনি চাদর দ্বারা বানানো। ৩. কান পর্যন্ত লম্বা টুপি, কেবল সফরে মাথায় দিতেন। নামায পড়ার সময় খুলে সামনে রাখতেন।
- ইয়ামেনের ডোরাযুক্ত চাদর তিনি খুব পছন্দ করতেন।
- শেরওয়ানি কাবা পড়তেন।
- জুতা ছিল দুই ফিতা লাগানো বর্তমান সেন্ডেলের মতো।
- তিনটা জুব্বা ছিল। তার মধ্যে ১টি সবুজ রংঙের রেশমি সুতার তৈরি। এটি জিহাদের ময়দানে ব্যবহার করতেন। জিহাদের ময়দানে রেশমি বস্ত্র ব্যবহার করা জায়েয। খেজুর পাতা ভর্তি তৈরি গদি ছিল। দড়ির তৈরি শোয়ার খাট ছিল। সিল দেওয়ার কাজে ব্যবহারের জন্য রুপার আংটি ছিল। তিনি চাদর ও লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। পোশাকের ব্যাপারে সাদা-সিধা জীবনযাপন করতেন।

রাসূলুল্লাহ (স) যেসব খাদ্য খেয়েছেন

- তিনি হালুয়া ও মধু খুবই পছন্দ করতেন।
- কদুর তরকারি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য।
- সামুদ্রিক মাছ খেয়েছেন।

- উট, ভেড়া, মুরগি ও বকরির গোশত খেয়েছেন।
- বন্য গাধা ও খরগোশের গোশত খেয়েছেন।
- খাঁটি দুধ ও পানি মিশানো দুধ খেয়েছেন।
- তিনি ছড়া থেকে আঙ্গুর খেতেন।
- পানি মেশানো মধু ও খেজুর ভেজানো পানি খেতেন।
- ছাতু, দুধ ও আটা দিয়ে তৈরি পিঠা, পনির, কাঁচা পাকা খেজুর খেতেন।
- সিরকা দিয়ে রুটি খেতেন।
- গোশতের ঝোলে রুটি ভিজিয়ে ছরীদ খেয়েছেন।
- ভুনা গোশত, চর্বির ইহালা ও কলিজী খেয়েছেন। তবে তিনি গুর্দা ও কলিজা বেশি পছন্দ করতেন না।
- যয়তুন ও মাখন দিয়ে শুকনো খেজুর খেতেন।
- তিনি কখনো কখনো ঘি দিয়ে রুটি খেয়েছেন।
- নরম খেজুরের সাথে খরমুজ খেয়েছেন। তিনি খরমুজ খাবার সময় দু'হাত ব্যবহার করতেন।
- খাবার সময় তিন আঙ্গুল দিয়ে খেতেন।
- তিনি যবের রুটি খেয়েছেন।
- সফরে মাটিতে বসে খেতেন।
- হালাল ও পবিত্র খানা যা পেতেন তা তৃপ্তির সাথে খেতেন।
- বেশির ভাগ সময়ে তিনি ক্ষুধা সহ্য করতেন।
- পেট ভরে খেতেন না, খাদ্যের প্রাচুর্যের প্রতি তাঁর লোভ ছিল না।
- তিনি অত্যধিক গরম খাবার খেতেন না।
- তিনি রসুন, পেয়াজ ও কুররাস (রসুনের মতো গন্ধযুক্ত এক প্রকার তরকারি) খেতেন না।
- তিনি কোনো খাদ্যের দোষ-ক্রটি বলতেন না। রুচিপূর্ণ না হলে খেতেন না।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্পদসমূহ

- পিতার একখানা ভিটাবাড়ি।
- উম্মে আয়মান নামে একজন দাসী।
- ৯ খানা তরবারি। এগুলোর বাট ছিল রৌপ্যখচিত।
- ৭টি বর্ম। জাতুল ফযুল বর্মটি অভাবের কারণে ইহুদীর নিকট বন্ধক রেখেছিলেন।
- ৬টি বর্শা।
- বর্শার ফলক রাখার জন্য 'কাফুর' নামে একটি থলে।
- সুদাদ নামে একটি ধনুক।
- ৩টি ঢাল।

- রুপায় বাঁধানো একটি কমরবন্দ।
- পাঁচটি নেযা। বারদা নামে নেযাটি বড় ছিল। গেমরা একটু ছোট। এটা নামাযের সময় সামনে গেড়ে দেওয়া হতো।
- ২টি হেলমেট। ১টা লোহা তামা মেশানো টুপি। আরেকটা লৌহ নির্মিত মুখোশ।
- ১টি তাঁবু (কনু নামক তাঁবু)।
- ৩টি লাঠি।
- ১টি ডাণ্ডা। নাম ছিল 'মউত।
- সকব নামে ধুসর রংঙের ঘোড়াসহ মোট ৭টি ঘোড়া।
- দুলদুল নামে সাদা খচ্চর।
- কুসওয়া নামে উটে চড়ে হিজরত করেন। মোট ৪৫টি উট।
- একশটি বকরি। ৭টি পাহাড়িয়া ছাগল যা উম্মে আয়মান চড়াতেন।
- ৩টি পেয়ালা। ১টি লোহার পাতযুক্ত মোটা কাঠের পেয়ালা ছিল।
- রাতে পেশাবের জন্য চৌকির নিচে কাঠের পাত্র রাখতেন।
- সাদির নামে একটি মশক।
- ওযূ করার জন্য একটি পাথরের পাত্র।
- কাপড় ধোয়ার জন্য একটি পাত্র।
- 'সিককা' নামে একটি বড় পেয়ালা।
- হাত ধোয়ার থালা। তেলের শিশি ও আয়না।
- চিরুনি রাখার একটি থলে। চিরুনি ছিল সেগুন কাঠের।
- একটি সুরমাদানি।
- কাঁচি ও মিসওয়াক থলের মধ্যে রাখতেন।
- চারটি আংটা লাগানো একটি বড় পাত্র।
- পরিমাপের জন্য ছা' ও মুদ।
- দড়ির তৈরি একটি খাট। খাটের পায়া ছিল সেগুন কাঠের।
- চামড়ার তৈরি একটি গদীর ভেতরে খেজুরের ছোবড়া ভরা ছিল।

বিভিন্ন হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাবতীয় ব্যবহার্য বস্তুর এটাই পূর্ণ তালিকা।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বসত-বাড়ি

শৈশবে দাদার বাড়িতে লালিত-পালিত হন। ২৫ বছর পর্যন্ত চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে থাকেন। বাবার কিছু ভিটামাটি ছিল। মদিনায় হিজরত করার পর সে বাড়ি আকিল (আবু তালেবের ছেলে। তখনো মুসলিম হয়নি) দখল করে নিয়েছিল। হিজরত করে আবু আইয়ূব আনসারী-এর বাড়িতে ছয় মাস অবস্থান করেন। নিজের জন্য মসজিদের পাশে ছোট ছোট দু'টো ঘর তৈরি করেন। তখন

স্ত্রী ছিলেন দুজন– হযরত সওদা (রা) ও হযরত আয়েশা (রা)। দুজনকে দুটো ঘর দেন। হারেছ ইবনে নোমান আনসারী (রা)-এর দেওয়া জায়গার উপর ঘরগুলো করেন। খেজুর গাছের কাণ্ড, ডাল ও পাতা দ্বারা ঘরগুলো তৈরি। ছাদ ও দেয়ালে কাদামাটির আস্তর করা ছিল। ঘরগুলোর কোনো আঙিনা বা বারান্দা ছিল না। ছাদের উচ্চতা ছিল ৭/৮ ফুটের মতো। অর্থাৎ মানুষের মাথা বরাবর উঁচু। ঘরের দরজায় থাকত চট অথবা কম্বলের পর্দা।

'মাশরাবা' নামে তাঁর একটি দোতলা ঘর ছিল। নবম হিজরীতে যখন তিনি স্ত্রীদের কাছ থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নেন এবং ঘোড়া থেকে পড়ে আঘাত পান তখন একমাস এই দোতলায় অবস্থান করেন। শেষ পর্যন্ত ঘরের সংখ্যা দাড়িয়ে ছিল এগারোখানা। ঘরের দৈর্ঘ্য ১০ ফুট ও প্রস্থ ৯ ফুট, দরজা সাড়ে চার ফুট উঁচু ও পৌনে দুই ফুট চওড়া ছিল। এগারোটি ঘরের মধ্যে ৪টি কাঁচা ইটের দেয়াল ও বাকিগুলো খেজুর শাখায় তৈরি।

হযরত আয়েশার (রা) ঘর মসজিদের পূর্ব বরাবর। এই ঘরেই রাসূল (স)-এর রওজা মুবারক। খলীফা উমর (রা) শাসনকাল পর্যন্ত হুজরাগুলো অপরিবর্তিত থাকে। পরে ঘরগুলো ভেঙে মসজিদের সাথে শামিল করা হয়।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর দৈনন্দিন কাজ

রাসূলুল্লাহ (স) দিন রাতের তিন ভাগের একভাগ ইবাদত-বন্দেগী, একভাগ পরিবার-পরিজন ও গৃহকর্মের জন্য আরেকভাগ সমাজের দুঃস্থ-নিঃস্ব জনের সেবায় ব্যয় করতেন। বিশেষ জরুরি অবস্থা সৃষ্টি না হলে এ অবস্থার ব্যতিক্রম হতো না।

এক.

ফজরের নামায শেষ করে জায়নামাযে লোকজনের প্রতি মুখ ঘুরে বসতেন। তাদের ওয়াজ নসীহত, দাওয়াত ও উপদেশ দিতেন। প্রশ্নের জবাব দিতেন। কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে সে সম্পর্কে পরামর্শ করতেন। সাহাবীদের স্বপ্নের তা'বীর বর্ণনা করতেন।

লোকজনেরা জাহিলিয়াতের কাহিনী বর্ণনা করতেন। কবিতা পাঠ হাসি-খুশির কথাবার্তা চলত। বিদেশি প্রতিনিধি ও বিভিন্ন গোত্রের লোকের সাথে সাক্ষাৎ দিতেন। বিচার সালিসি অভিযোগ শোনা ও মীমাংসা করা হতো। মালে গনীমত, ভাতা ও খারাজের মাল বণ্টন করা হতো। চার রাকাআত অথবা আট রাকাআত চাশতের নামায পড়ে ঘরে ফিরতেন। (বুখারী, মুসনাদে আহমদ)।

দুই.

ঘরে ফিরে গৃহস্থালির কাজে লেগে যেতেন। উট বকরির খাবার দিতেন, দুধ দোহন করতেন। ঘরবাড়ি পরিষ্কার করতেন। বাজার থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে আনতেন। নিজের পুরোনো কাপড়, জুতা এ সময় সেলাই করতেন। অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নিতেন।

যোহরের নামাযের আগে খাবার খেয়ে নিতেন। কিছু সময় বিশ্রাম করতেন (কায়লুলা করতেন)। যোহরের নামায শেষে আবার দাওয়াতী কাজ করতেন। অথবা বাইরে কোথাও দাওয়াত ও তালিমের কাজে যেতেন।

আসরের নামাযের পর ঘরে গিয়ে সকল স্ত্রীর সাথে কথাবার্তা বলতেন ও খোঁজ-খবর নিতেন। যার ঘরে পালা আসত সকল স্ত্রীগণ সেখানে জড়ো হতেন। এ সময় তিনি মহিলাদের সমস্যা নিয়ে আলাপ করতেন। দাওয়াত, তাবলীগ ও তালিমের কাজ করতেন। এভাবে ইশার আগ পর্যন্ত কাটাতেন। (বুখারী)

তিন.

ইশার পর যে স্ত্রীর ঘরে পালা পড়ত তাঁর ঘরে চলে যেতেন। ইশার পর কথাবার্তা বলা বা রাতজাগা পছন্দ করতেন না। নিদ্রা যাওয়ার আগে নিয়মিত কুরআন মাজীদের কোনো সূরা (সূরা বনূ ইসরাইল, যুমার, হাদীদ, হাশর, সফ, তাগাবুন, জুমু'আ) পাঠ করে শয়ন করতেন। শোয়ার সময় দু'আ পড়তেন, জেগেও দু'আ পাঠ করতেন।

রাতের অর্ধপ্রহর পার হওয়ার সাথে সাথে জেগে উঠতেন। হাতের কাছে মিসওয়াক ও ওযূর পানি থাকত। ভালোভাবে মিসওয়াক ও ওযূ করতেন। নিজ বিছানায় নামায আদায় করতেন (তাহাজ্জুদ)।

কোনো কোনো সময় ইশার নামাযের পর সামান্য বিশ্রাম করে ফজর পর্যন্ত ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। ডান কাতে ডান হাতের উপর মাথা রেখে শয়ন করতেন। ঘুমে সামান্য নাক ডাকা শব্দ অনুভূত হতো। সাধারণত চামড়ার বিছানা, চাটাইয়ের উপর অথবা মেঝেতে শুয়ে আরাম করতেন। (যুরকানি)

এছাড়াও রাসূল (স) যে কাজগুলো করেছেন

১. নফল নামায। ২. নফল রোযা। ৩. কুরআন তিলাওয়াত। ৪. যিকির ও দু'আ। ৫. আহার (সকাল, দুপুর, রাত)। ৬. নাশতা। ৭ পায়খানা-পেশাব। ৮. ওযূ, গোসল (তাহারাত অর্জন)। ৯. চুল, দাঁড়ি, মুচ, নখ, বগল ও গুপ্তাঙ্গ পরিষ্কার করা। ১০. চুল, দাঁড়ি, আঁচড়ানো। ১১. আতর, সুরমা লাগানো। ১২. খাওয়া-দাওয়া। ১৩. জানাযা পড়া। ১৪. রোগী দেখাশোনা। ১৫. অতিথি সেবা করা। ১৬. জিহাদে শরীক হওয়া। ১৭. বিচার সালিস করা। ১৮. হাট-বাজার করা। ১৯. স্ত্রীদের ফরমায়েশ পূরণ করা। ২০. শিশুদের সাথে আনন্দ-

কৌতুক করা। ২১. মিরাজে গমন করা। ২২. ওহী নাযিল হওয়া। ২৩. যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। ২৪. যুদ্ধ অভিযানে লোক পাঠানো। ২৫. বিভিন্ন রাজা-বাদশাদের নিকট চিঠি দেওয়া। ২৬. জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ করা। ২৭. মদিনায় শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা। ২৮. বায়তুল মালের খোঁজ রাখা। ২৯. প্রতিবেশী ও দুঃস্থদের প্রতি নজর রাখা। ৩০. ইয়াতীম ও আত্মীয়দের হক আদায় করা। ৩১. হজ্জ ও ওমরা করা। ৩২. সফর করা। ৩৩. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ইমামতি করা। ৩৪. জুমার খুতবা দেওয়া। ৩৫. বিবাহ করা ও দেওয়া। ৩৬. বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ। ৩৭. জিব্রাইলের সাথে সময় দেওয়া। ৩৮. কাফির-মুশরিকদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া। ৩৯. আহলে সুফফাদের প্রতি নজর দেওয়া। ৪০. মা ফাতেমা ও অন্যান্য সাহাবীদের বাড়িতে যাওয়া।

এটা স্বাভাবিক অবস্থায় রাসূল (স)-এর দৈনন্দিন কাজের একটা নকশা; কিন্তু বিশেষ অবস্থায় এর ব্যতিক্রম হয়েছে। যেমন– জিহাদের সময়, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত জিহাদের ময়দানে অবস্থান করতে হয়েছে। সফরে, হজ্জে, বিশেষ দাওয়াতী মিশনে, ওহী নাযিলের সময় অথবা কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে এর ব্যতিক্রম হয়েছে। একজন সফল মানুষের জীবনে অসংখ্য ঘটনা ও অধ্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে, যার সবকিছু উল্লেখ করা সম্ভব। তারপরেও সবার অনুধাবনের জন্য সামান্য ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর দৈনন্দিন কাজের যে তালিকা তৈরি করা হয়েছে। তা হুবহু কোনো হাদীস গ্রন্থে লেখা নেই। কোনো সীরাত গ্রন্থে এভাবে উল্লেখ আছে কি না আমার জানা নেই। তবে সিহাহ সিত্তাহ হাদীস গ্রন্থ, সীরাতের কিতাবসমূহ, শামায়েলে তিরমিযী, সীরাত কোষ, ইসলামী বিশ্বকোষ সহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে। কেউ কুরআন-হাদীস বা সীরাত গ্রন্থের হুবহু দলিল দাবি করলে হয়ত এভাবে মিলিত পাবেন না, তবে ব্যাপক অধ্যয়নের ফলে আপনিও এমন একটি কাজের ফিরিস্তি সামনে আনতে পারবেন। তাই এ বিষয়টি গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশেষভাবে অনুধাবনের আবেদন জানালাম।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর আত্মীয়-স্বজন

[রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আত্মীয়-স্বজনের কিছুটা পরিচয় বইয়ের প্রথমে দেওয়া হয়েছে। যেমন– পিতা, মাতা, দাদা, দাদি, নানা, নানি, স্ত্রীগণ, সন্তান, সন্তুতি। তাই এগুলো পুনরোল্লেখ করা হলো না।]

আবূ বকর (রা): রাসূলুল্লাহ (স)-এর শ্বশুর। আয়েশা (রা)-এর পিতা। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সবসময়ের বন্ধু।

উমর (রা): রাসূলুল্লাহ (স)-এর শ্বশুর। হাফসা (রা)-এর পিতা।

উসমান (রা): রাসূলুল্লাহ (স)-এর জামাই। প্রথমে নবীকন্যা রুকাইয়ার সাথে বিয়ে হয়। তাঁর মৃত্যুর পর নবীকন্যা উম্মে কুলসুমের সাথে বিয়ে হয়। এজন্য হযরত উসমানকে জিননুরাইন (দুই নূরের অধিকারী) বলা হয়। এছাড়া উসমানের নানি ছিল রাসূল (স)-এর ফুফু। এদিক দিয়ে উসমান রাসূলুল্লাহ (স)-এর ফুফাত বোনের ছেলে।

আলী (রা): রাসূলুল্লাহ (স)-এর জামাই। ফাতেমার (রা) স্বামী। এছাড়া রাসূলের চাচা আবূ তালেবের ছেলে হিসেবে চাচাত ভাই।

রুম্মান (রা): রাসূলুল্লাহ (স)-এর শাশুড়ি। আবূ বকরের স্ত্রী, আয়েশা (রা)-এর মা।

আসমা (রা): রাসূলুল্লাহ (স)-এর বড় শ্যালিকা। আয়েশার বৈমাত্রেয় বড় বোন। হযরত আবূ বকরের মেয়ে। যুবাইর (রা)-এর স্ত্রী।

আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রা): ইনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর বড় শ্যালক। আয়েশার সহোদর বড় ভাই।

আবূ সুফিয়ান (রা): রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী উম্মে হাবিবার পিতা। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-এর শ্বশুর। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম কবুল করেন। এর আগ পর্যন্ত ইসলামের কট্টর দুশমন ছিলেন। জিহাদে মুসলমানদের বিপক্ষে নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন।

আসমা বিনতে ওমায়েস (রা): আলীর (রা) বড় ভাই জাফর সাদেক (রা)-এর স্ত্রী। উম্মুল মুমিনীন মায়মুনার বৈপিত্রেয় বোন (মা একজন) ঐ দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর শ্যালিকা।

খালিদ সাইফুল্লাহ (রা): ইসলামের মহাবীর খালিদ, যাঁকে রাসূল (স) সাইফুল্লাহ অর্থাৎ 'আল্লাহর তরবারি' উপাধি দিয়েছিলেন। তাঁর মা লুবাবাতুস সুগরা ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী উম্মে মায়মুনা দুজন সহোদর বোন ছিলেন। এদিক দিয়ে রাসূল (স) খালিদের খালু হতেন।

যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা): তিনি কুরাইশ বংশের খুয়াইলিদ শাখার লোক। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ফুফু সাফিয়া বিনতে আব্দুল মোত্তালিব তাঁর মা। এ দিক দিয়ে যুবাইর ফুফাতো ভাই। অপরদিকে খাদীজার আপন ভাই আওয়ামের ছেলে। তা ছাড়া আবূ বকরের মেয়ে আসমার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। সে সম্পর্কে ভায়রা ভাই। রাসূল (স)-এর সাথে আত্মীয়তার একাধিক সম্পর্ক ছিল।

আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা): উম্মুল মুমিনীন খাদীজার (রা) মামত ভাই আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম। তাঁর পিতা কায়েস ও মাতা আতিকা।

আবদুল্লাহকে অন্ধ অবস্থায় প্রসব করেন বলে তাকে উম্মে মাকতূম বলা হয়। উম্মে অর্থ-মা, মাকতূম অর্থ অন্ধ অর্থাৎ অন্ধের মা। তিনি রাসূলুল্লাহর মামাত শ্যালক হতেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময় সংঘটিত যুদ্ধাভিযান

সীরাত গ্রন্থে 'গাযওয়া' ও 'সারিয়া' নামে যুদ্ধ অভিযানগুলোকে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) স্বশরীরে যে সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন সেগুলো 'গাযওয়া' (যুদ্ধ) নামে পরিচিতি। আর সাহাবায়ে কেরামের নেতৃত্বে যে যুদ্ধ অভিযান চালানো হয়েছে তা সারিয়া (অভিযান) নামে অভিহিত। এগুলো, গোত্র, স্থান, দেশ ও আমীরের নামে নামকরণ করা হতো।

১. **ফুজ্জারের যুদ্ধঃ** রাসূল (স)-এর বয়স যখন ১৫ বছর তখন এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনি এ যুদ্ধে শরীক হয়ে চাচাদের হাতে তীর তুলে দিতেন। ৫৮৪ ঈসায়ী সনে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

২. **বুয়াসের যুদ্ধঃ** ৭ম নবুওয়াতী সনে মদীনায় সংঘটিত হয়। তারপর ১ম হিজরীর জমাদিউস সানী মাসে জিহাদের হুকুম নাযিল হয় (সূরা ২২; হাজ্জ ৩৯)। এই হিজরীতে সংঘটিত যুদ্ধাভিযানের প্রথম অভিযান ছিল।

প্রথম হিজরী

৩. **সারিয়া হামযাঃ** রমযান মাসে হামযা (রা)-এর নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

৪. **সারিয়া উবাইদা ইবনে হারিসঃ** শাওয়াল মাসে উবাইদা ইবনে হারসের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়।

৫. **সারিয়া সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসঃ** যিলকদ মাসে সা'দ (রা)-এর নেতৃত্বে এ অভিযান চলে।

দ্বিতীয় হিজরী

৬. **গাযওয়া আবওয়াঃ** সফর মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

৭. **গাযওয়া বাওয়াতঃ** রবিউল আউয়াল মাসে দুইশত মুসলিম সৈন্য নিয়ে শত্রু উমাইয়া বিন খালফের বিরুদ্ধে এ অভিযান চালানো হয়। কিন্তু যুদ্ধ হয়নি।

৮. **গাযওয়ায়ে সাফওয়ানঃ** রবিউল আউয়াল মাস। গৃহপালিত পশু অপহরণকারীর পেছনে ধাওয়া করা, মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ৭০ জন।

৯. **গাযওয়ায়ে যুল উশায়রাঃ** জমাদিউস সানি মাস। মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ১৫০ জন।

১০. **সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ বিন জাহাশ:** রজব মাস। এ যুদ্ধে সর্বপ্রথম গনীমতের মাল লাভ করে (যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের পরিত্যক্ত মাল)।

১১. **গাযওয়ায়ে বদর (বদর যুদ্ধ):** রমযান মাস। ৩১৩ জন মুসলিম সৈন্য ১০০০ কাফির সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মুসলমানদের শহীদ হয় ১৪ জন। কাফিরদের নিহত ৭০ ও বন্দী হয় ৭০ জন। মুসলমানদের বিজয়।

১২. **সারিয়া উমায়ের বিন আদী:** রমযান মাসে উমায়ের বিন আদীর নেতৃত্বে আরেকটি অভিযান পরিচালিত হয়।

১৩. **সারিয়া সালিম বিন উমায়ের:** সাওয়াল মাসে এ অভিযান সংঘটিত হয়।

১৪. **গাযওয়া বনূ কাইনুকা:** সাওয়াল মাস। মদিনা থেকে ইহুদি গোত্র বনূ কাইনুকাকে সন্ধিভঙ্গের অপরাধে উচ্ছেদ করা হয়।

১৫. **গাযওয়া সাবীক:** যিলহজ্জ মাসে সংঘটিত হয়। সাবীক অর্থ ছাতু মুসলমানদের ধাওয়ায় আবু সুফিয়ান তাদের খাদ্যদ্রব্য ছাতু ফেলে পলায়ন করে। তাই এ যুদ্ধের নাম সাবীক।

তৃতীয় হিজরী

১৬. **গাযওয়া কারকারা:** মুহররম মাস। বনূ সুলাইম ও বনূ গাতফান গোত্রের বিরুদ্ধে এ অভিযান। শত্রুরা পলায়ন করে।

১৭. **সারিয়া মুহাম্মদ বিন মাসলামা:** রবিউল আউয়াল মাস। ইহুদী কাব ইবনে আশরাফকে হত্যার কৌশলী অভিযান।

১৮. **গাযওয়ায়ে গাতফান:** রবিউল আউয়াল মাস। শত্রু বনূ সা'লাবা ও বনূ মাহারিবের পেছনে ধাওয়া করে রাসূলুল্লাহ (স) নজদ পর্যন্ত গিয়েছিলেন। এ গাযওয়ার আরো দুটি নাম আছে। গাযওয়ায়ে আনমার ও গাযওয়ায়ে যী আমর। এক ব্যক্তি রাসূলকে (স) হত্যা করতে এসে নিজে মুসলমান হন।

১৯. **গাযওয়া বনূ সুলাইম:** জমাদিউল আউয়াল মাসে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

২০. **সারিয়া যায়েদ বিন হারিসা:** জমাদিউস সানি মাস। যায়েদ বিন হারিসার নেতৃত্বে কিরাদা অভিযান পরিচালিত হয়।

২১. **গাযওয়ায়ে উহুদ (উহুদ যুদ্ধ):** ৩ হিজরীর শাওয়াল মাসের ২১ তারিখ এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূল (স)-এর দাঁত মুবারক ভেঙে যায়। ৩০০ সৈন্য নিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (মুনাফিক) জিহাদ থেকে সরে আসে।

২২. **গাযওয়া হামরাউল আসাদ:** শাওয়াল মাস। উহুদের যুদ্ধের সাথে সাথে যেন আরব আক্রমণ করতে না পারে তার জন্য এ প্রস্তুতিমূলক অভিযান।

চতুর্থ হিজরী

২৩. **সারিয়া আবী সালামাহ:** মুহাররম মাস। আবী সালামার নেতৃত্বে 'কুতনী' নামক স্থানে এ অভিযানে প্রেরণ করা হয়।

২৪. **সারিয়া আবদুল্লাহ বিন উমাইস:** মুহাররম মাসের শেষের দিকে এ অভিযান চালানো হয়।

২৫. **সারিয়া আসিম:** সফর মাস। হযরত খুবাইব ও যায়েদ বিন দাসানা (রা) শহীদ হন। এ ঘটনাকে 'রজী'-এর ঘটনা বলে।

২৬. **সারিয়া বীরে মাউনা:** সফর মাস। বনূ কিলাবের সরদার তালিমের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট থেকে ৭০ জন শিক্ষক সাহাবী নিয়ে যায়। তার মধ্যে আমর বিন উমাইয়া ছাড়া বাকি ৬৯ জনকে শহীদ করে।

২৭. **সারিয়া আমর বিন উমাইয়া আদ দামরী:** রবিউল আউয়াল মাস। এ অভিযানে নেতৃত্ব দেন আমর বিন উমাইয়া।

২৮. **গাযওয়া বনূ নযীর:** রবিউল আউয়াল মাস। সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

২৯. **গাযওয়া বদরে সুগরা:** শা'বান মাস। দেড় হাজার মুসলিম সৈন্য ও দশটি ঘোড়া ছিল। শত্রুপক্ষে আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে দুই হাজার সৈন্য ও ৫০টি সওয়ারীসহ পিছুটান দেওয়ায় যুদ্ধ হয়নি।

পঞ্চম হিজরী

৩০. **গাযওয়া দাওমাতুল জানদাল:** রবিউল আউয়াল মাস। দাওমার লোকেরা মদীনা আক্রমণ করবে– এ খবর শুনে রাসূলুল্লাহ (স) অভিযানে বের হন। পরে ঘটনা সত্য না হওয়ায় মদীনায় ফিরে আসেন।

৩১. **গাযওয়া বনূ মুস্তালিক:** শা'বান মাস। বনূ মুস্তালিকের ১০ জন সৈন্য মারা যায়। নেতা হারিস বিন দিরার পরাজিত হয়। গোত্রের প্রায় ২০০ সৈন্য আহত হয়। মুসলমানদের বিজয় হয়। একজন মুসলমান যোদ্ধা শহীদ হন।

৩২. **গাযওয়া খন্দক:** যিলকদ মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর আরেক নাম আহযাব যুদ্ধ। মুসলমান সৈন্য ছিল ৬ হাজার। শত্রু সৈন্য ছিল ২৪ হাজার। আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য খন্দক খনন করা হয়েছিল বলে এ যুদ্ধের নাম খন্দকের যুদ্ধ।

৩৩. **সারিয়া আবদুল্লাহ বিন আতিক:** যিলকদ মাসে সংঘটিত হয়। এ অভিযানে ইসলামের দুশমন সালাম বিন আবী সুকাইকাকে হত্যা করা হয়।

৩৪. **গাযওয়া বনূ কুরায়যা:** যিলহজ মাস। ইহুদীরা বহুবার চুক্তি ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে অবরোধ করেন এবং তারা পরাজয় স্বীকার করে।

ষষ্ঠ হিজরী

৩৫. **সারিয়া মুহাম্মদ বিন মাসলামা:** মুহাররম মাস। মুহাম্মদ বিন মাসলামার নেতৃত্বে এক বাহিনী অভিযান চালান। এতে ইয়ামেন নেতা সুমামা বিন উসাল বন্দী হয়। পরে তাঁকে মুক্তি দিলে তিনি মুসলমান হন।

৩৬. **গাযওয়া বনূ লিহইয়ান:** রবিউল আউয়াল মাস। রজীবাসীরা দশজন মুবাল্লিগকে হত্যা করেছিল। তাই তাদের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ।

৩৭. **গাযওয়া গাবা বা যীকারদা:** রবিউস সানী মাস। মুসলিম সেনাপতি সালমা বিন আকওয়া (রা) একাই বনূ গাতফান সৈন্যদের তাড়িয়ে দেন।

৩৮. **সারিয়া উকাশা বিন মুহসিন:** রবিউস সানী মাস। উকাশা বিন মুহসিনের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

৩৯. **সারিয়া যুল কাসসা:** রবিউস সানী মাসে সংঘটিত হয়।

৪০. **সারিয়া বনূ সা'লাবা:** রবিউস সানী মাস। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার নেতৃত্বে বনূ সা'লাবা গোত্রে এ অভিযান চালানো হয়।

৪১. **সারিয়া যায়েদ বিন হারিসা:** রবিউস সানী মাস। বনূ সুলাইমের বিরুদ্ধে যায়েদ বিন হারিসার নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

৪২. **সারিয়া ঈস:** জমাদিউল উলা মাসে সংঘটিত হয়।

৪৩. **সারিয়া তরফ:** জমাদিউস সানী মাসে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

৪৪. **সারিয়া ওয়াদিউল কুরা:** রজব মাসে সংঘটিত হয়।

৪৫. **সারিয়া দুমাতুল জানদাল:** শা'বান মাস। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-এর নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

৪৬. **সারিয়া আলী:** শা'বান মাস। আলী (রা)-এর নেতৃত্বে বনূ সা'দের বিরুদ্ধে এ অভিযান সংঘটিত হয়।

৪৭. **সারিয়া উম্মে কারকা:** রমযান মাসে সংঘটিত হয়।

৪৮. **সারিয়া আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা:** শাওয়াল মাসে ঘটে।

৪৯. **সারিয়া কুরয বিন জাবির:** শাওয়াল মাস। অভিযান চলে উরাইনিয়ার দিকে।

৫০. **সারিয়া আমর বিন মাইয়া:** আমর বিন মাইয়ার নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

৫১. **গাযওয়ায়ে হুদাইবিয়া:** যিলকদ মাসে সুলহে হুদাইবিয়ার সন্ধি সংঘটিত হয়।

সপ্তম হিজরী

৫২. **গাযওয়ায়ে খাইবার:** মুহররম মাস। ১৪০০ সৈন্য নিয়ে খাইবার অবরোধ করেন। আলী (রা)-এর নেতৃত্বে মুসলমানদের বিজয় হয়।

৫৩. **গাযওয়ায়ে ওয়াদিল কুরা:** মুহাররম মাস। এ যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৩৮২। ১১ জন ইহুদী নেতা মারা যায়। ১ জন মুসলমান শহীদ হয়।

৫৪. **গাযওয়ায়ে যাতুরিকা:** মুহাররম মাস। বনূ গাতফান বনূ সা'লাবা, বনূ মুহারিব ও ইহুদীরা একত্রে মদীনা আক্রমণের আয়োজন করলে রাসূলুল্লাহ (স) ৪০০ সৈন্য নিয়ে অভিযানে বের হলে শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

৫৫. **সারিয়া ঈস:** সফর মাসে এ অভিযান সংঘটিত হয়।

৫৬. **সারিয়া কাদীদ:** সফর মাসে সংঘটিত হয়।

৫৭. **সারিয়া ফাদাক:** সফর মাসে সংঘটিত হয়।

৫৮. **সারিয়া হাশমী:** জমাদিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়।

৫৯. **সারিয়া উমার:** জমাদিউল আউয়াল মাস। এ অভিযান মুবার দিকে পরিচালিত করেন।

৬০. **সারিয়া আবী বকর:** জমাদিউল আউয়াল মাস। এ অভিযান বনূ কিলাবের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়।

৬১. **সারিয়া গালিব:** রমযান মাস। এ অভিযান মিকার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়।

৬২. **সারিয়া উসামা:** রমযান মাস। এ অভিযান জুহাইনার হুরুকাতের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়।

৬৩. **সারিয়া বাশির বিন সা'দ:** শাওয়াল মাস। বনূ মুররা ও বনূ ফাযারের বিরুদ্ধে বাশির বিন সা'দের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

৬৪. **সারিয়া ইবনে আবি আওযার:** যিলহজ্জ মাস। বনূ সুলাইমের বিরুদ্ধে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অষ্টম হিজরী

৬৫. **সারিয়া কা'ব বিন উমাইয়া:** রবিউল আউয়াল মাস। কা'ব বিন উমাইয়ার নেতৃত্বে 'যাতে আতলার' দিকে সংঘটিত হয়।

৬৬. **সারিয়া শুজা বিন ওহাব:** রবিউল আউয়াল মাস। এ অভিযান 'যাতে ইরক'-এর দিকে পরিচালিত হয়।

৬৭. **সারিয়া মুতা:** জমাদিউল আউয়াল মাস। বসরার খ্রিস্টান শাসক শুরাহবিলের বিরুদ্ধে এ অভিযান। মুসলমান সৈন্য ৩ হাজার। শত্রু সৈন্য ১ লাখ মুসলমানদের বিজয় হয়।

৬৮. **সারিয়া আমর বিন আস:** জমাদিউস সানি মাস। আমর বিন আসের নেতৃত্বে যাতুস সালাসিলে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

৬৯. **সারিয়া সাইফুল বাহার:** রজব মাস। আবু উবায়দার সেনাপতিত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। এর আরেকটি নাম সারিয়া খাতব। এ অভিযানে সৈন্যরা ক্ষুধায় গাছের পাতা খেতে বাধ্য হয়। এ অবস্থায় সমুদ্র বিরাট একটি মাছ দান করেছিল। তাই সাইফুল বাহার নাম করা হয়েছে।

৭০. **সারিয়া আবী কাতাদা বিন রবি:** শা'বান মাস। এ অভিযান খাযিরার দিকে সংঘটিত হয়।

৭১. **গাযওয়া ফতহে মক্কা:** রমযান মাস। ১০ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নেতৃত্বে মক্কা বিজয় করে। কাবা ঘর থেকে সকল মূর্তি সরিয়ে ফেলা হয়।

৭২. **সারিয়া খালিদ:** শাওয়াল মাস। খালিদের নেতৃত্বে বনূ খুযাইমার বিরুদ্ধে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

৭৩. **গাযওয়া হুনাইন:** শাওয়াল মাস। ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স) নিজে এ যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। ৬ জন মুসলমান শহীদ হন। ৭১ জন শত্রুসেনা নিহত হয়। মুসলমানদের বিজয় হয়। এ যুদ্ধকে গাযওয়া হাওয়াজীনও বলা হয়।

৭৪. **সারিয়া তোফাইল আদ দাওসী:** শাওয়াল মাস, তোফাইল আদ দাওসীর নেতৃত্বে এ অভিযান চলে।

৭৫. **গাযওয়া তায়েফ:** শাওয়াল মাস, বনূ সাকীফের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে ১২ হাজার মুসলমান সৈন্য একমাস তায়েফ অবরোধ করে রাখে। তায়েফবাসী যুদ্ধ মোকাবেলায় না আসাতে মুসলমানরা মদিনায় ফিরে আসে।

নবম হিজরী

৭৬. **সারিয়া উযাইনা বিন হাসীন:** মুহাররম মাস। বনূ তামিমের বিরুদ্ধে উযাইনা বিন হাসীনের নেতৃত্বে ৫০ জন সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরিত হয়। যুদ্ধে বনূ তামিম বন্দী হয়ে তাওবা করে মুসলমান হয়।

৭৭. **সারিয়া উয়ালিদ বিন উকবা:** মুহাররম মাস। বনূ মুস্তালিকের নিকট থেকে যাকাত আদায় করার জন্য এই অভিযান পাঠানো হয়।

৭৮. **সারিয়া কুতবা বিন আমের:** সফর মাস। এ অভিযান খাসায়ামের দিকে পাঠানো হয়।

৭৯. **সারিয়া যুহাক:** রবিউল আউয়াল মাস। বনূ কিলাবের বিরুদ্ধে এ অভিযান সংঘটিত হয়।

৮০. **সারিয়া আলকামা ইবনে মুজলাবির মাদলাজী:** রবিউল আউয়াল মাস হাবশার বিরুদ্ধে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

৮১. **সারিয়া আলী:** রবিউস সানী মাস। আলীর নেতৃত্বে এ অভিযান ফালাসের দিকে সংঘটিত হয়।

৮২. **সারিয়া উককাশা বিন মুহসিন:** রবিউস সানী মাস। জানাবের দিকে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

৮৩. **গাযওয়া তাবুক:** রজব মাস। এ অভিযানের অপর নাম গাযওয়া উসরা। যুদ্ধ হয়নি তবে অভিযানটি খুবই কষ্টকর ছিল।

দশম হিজরী

৮৪. **সারিয়া খালিদ:** রবিউল আউয়াল মাস। খালিদকে নাজরানের বনূ আবদুল মাদানের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠানো হয়।

৮৫. **সারিয়া আলী:** রমযান মাস। আলী (রা)-এর নেতৃত্বে ইয়ামানে এ অভিযান চালানো হয়।

মোট ৮৫টি যুদ্ধ অভিযানের কথা রেকর্ড করা হয়েছে, তন্মধ্যে ২৭টি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) স্বশরীরে অংশগ্রহণ করেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে ১৯টি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) স্বশরীরে অংশ নেয় বলে উল্লেখ আছে। এ সমস্ত যুদ্ধ অভিযানে মোট শহীদের সংখ্যা ২৫৯ জন। আহত সংখ্যা ১২৭ জন, শত্রু নিহত সংখ্যা ৭৫৯ জন, শত্রু বন্দী সংখ্যা ৬,৫৬৪ জন।

রাসূলুল্লাহ (স) সরাসরি যে সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন সেগুলোকে গাযওয়া বলে।

২৭টি গাযওয়ায় (যুদ্ধ) তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন

১. গাযওয়া আবওয়া, ২. বাওয়াত, ৩. সাফওয়ান, ৪. জুল আশীরাহ, ৫. বদর, ৬. বনূ কায়নুকা, ৭. সাবিক, ৮. কারকারাতুল কাদার, ৯. গাতফান, ১০. উহুদ, ১১. হামরাউল আসাদ, ১২. বনূ নাদীর, ১৩. বদরে সুগরা, ১৪. দাওমাতুল জানদাল, ১৫. বনূ মুস্তালিক, ১৬. আহযাব বা খন্দক, ১৭. বনূ কুরায়যা, ১৮. বনূ লিহইয়ান, ১৯. গাবাহ, ২০. হুদায়বিয়া, ২১. খায়বার, ২২. ওয়াদিউল কুরা, ২৩. যাতুর রিকা, ২৪. ফতেহ মক্কা, ২৫. হুনাইন, ২৬. তায়েফ ও ২৭. তাবুক।

ইসলামে প্রথম

- প্রথম ওহী সূরা আ'লাকের প্রথম ৫ আয়াত।
- প্রথম মুসলমান খাদীজা (রা)।
- প্রথম কিশোর মুসলমান আলী (রা)।
- প্রথম কৃতদাস মুসলমান যায়েদ।
- প্রথম বয়স্ক মুসলমান আবূ বকর সিদ্দীক (রা)।
- প্রথম মুয়াজ্জিন বেলাল (রা)।
- প্রথম শহীদ (পুরুষ) হারেস ইবনে আবূ হালা (রা)।
- প্রথম শহীদ (মহিলা) সুমাইয়া (রা)।

- প্রথম হিজরতকারী উসমান ও নবী কন্যা রুকাইয়াসহ (রা) ১১ জন (আবিসিনিয়ায়)।
- **প্রথম জুমার জামা'আত:** মক্কা থেকে মদিনায় যাওয়ার পথে কুবায় বনূ সালিম গোত্রের ১০০ জন লোক নিয়ে প্রথম জুমার নামায আদায় করেন।
- **প্রথম মসজিদ:** মদিনায় কুবা পল্লীতে (১২ রবিউল আউয়াল) ৬২২ খ্রিস্টাব্দ।
- **প্রথম আদম শুমারি:** ২ হিজরীর রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে নর-নারী শিশুদের তালিকা তৈরি করা হয় (আদমশুমারি)।
- প্রথম মহিলা যিনি খাদিজার পর ইসলাম কবুল করেন তিনি হলেন লুবাবা বিনতে হারেস (আব্বাসের স্ত্রী)।
- প্রথম ইসলামের কেন্দ্র সাফা পর্বতে দারুল আরকাম (আরকামের বাড়ি)।
- প্রথম আযানের সূচনা হয় ২ হিজরীতে।
- প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ হয় বদরের যুদ্ধ (২ হিজরী রমযান)।
- বদরের যুদ্ধে প্রথম শহীদ হন মিহজা (হযরত ওমরের মুক্ত গোলাম)।
- প্রথম ঈদুল ফিতরের নামায শুরু হয় (২ হিজরীর শাওয়াল মাসে)
- ইসলাম গ্রহণের কারণে প্রথম যাকে শূলে চড়ানো হয় খুবাইব ইবনে আদী ও যায়েদ ইবনে দাসনা (রা)।

রাসূলুল্লাহ (স) পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থা

রাসূলুল্লাহ (স) ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। সেই রাষ্ট্রের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য তার একটি সুসংগঠিত কাঠামো ছিল। নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ সে দায়িত্ব আনজাম দেন:

১. **নিরাপত্তা বিভাগ:** নিয়মিত পুলিশ বাহিনী ছিল না; কিছুসংখ্যক সাহাবী স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব পালন করতেন। বায়তুলমাল থেকে তাঁদের ব্যয়ভার বহন করা হতো। এ বিভাগের প্রধান ছিলেন কায়েস ইবনে সা'দ (রা)।

২. **বিচার বিভাগ:** এ বিভাগের প্রধান ছিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) নিজে। এছাড়া আবূ বকর, উমর, উসমান, আলী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, মুয়ায ইবনে জাবাল, আবূ উবায়দা ইবনে জাররাহ ও উবাই ইবনে কা'ব (রা) এ বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন।

৩. **শিক্ষা বিভাগ:** এ বিভাগ ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর তত্ত্বাবধানে। ইবনে আবুল আরকামের বাড়ি ছিল প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র। এছাড়া মসজিদে নববী ছিল মুসলমানদের সার্বিক শিক্ষাকেন্দ্র। মদিনায় শিক্ষা ও স্বাক্ষরতার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে আস ও মহিলাঙ্গনে আয়েশা (রা) বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

৪. **জনস্বাস্থ্য বিভাগ:** নাগরিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হতো। বিশিষ্ট চিকিৎসক হারিস ইবনে সালাহকে এ বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়। চিকিৎসকগণ বায়তুলমাল থেকে ভাতা পেতেন।

৫. **নগর প্রশাসন বিভাগ:** ওমর (রা)-এর উপর এ বিভাগের দায়িত্ব ছিল। তাঁর কাজ ছিল নাগরিক হয়রানি, ধোঁকা ও অবৈধ ক্রয়-বিক্রয় না হয়– এ বিষয় নিশ্চিত করা।

৬. **বায়তুল মাল বিভাগ:** রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই এ বিভাগের কাজ তদারকি করতেন। মুয়ানকি ইবনে আবী ফাতিমা এ বিভাগের সাথে জড়িত ছিলেন।

৭. **যাকাত ও সাদাকাহ বিভাগ:** যাকাত ও সাদাকাহ বিভাগের অর্থ কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করতেন যুবায়ের ইবনুল আওয়াম ও যুহাহির ইবনে সালাত। আঞ্চলিক স্বতন্ত্র আদায়কারী ছিলেন।

আঞ্চলিক আদায়কারী–

- মদিনা– উমর (রা)।
- নাজরান– আবূ উবায়দা ইবনে জাররাহ।
- বনূ কিলাব– দাহহাক ইবনে সুফিয়ান।
- বনূ সুলাইম ও বনূ মজাইনা– উব্বাত ইবনে বিশর।
- বনূ লাইস– আবু জাহাম ইবনে হুজায়ফা।
- বনূ কা'ব– বসুর ইবনে সুফিয়ান।
- বনূ গেফার ও বনূ আসলাম– বুয়াইদা ইবনে হুসাইন।
- বনূ জাবয়ান– আবদুল্লাহ ইবনে লাইতাই।
- বনূ তাঈ ও বনূ আসাদ– আদী ইবনে হাতেম আত-তাঈ।
- বনূ ফাজায়া– আমর ইবনুল আস।

এছাড়া আরো কিছু আদায়কারী ছিলেন, যাদেরকে সম্মানি-ভাতা দেওয়া হতো

৮. **পত্র লিখন ও অনুবাদ বিভাগ:** আবদুল্লাহ ইবনে আকরাম (রা), যায়েদ ইবনে সাবিত আনসারী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)।

৯. **যোগাযোগ বিভাগ:** মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) ও হাসান ইবনে নুসীরা (রা)।

১০. **পরিসংখ্যান বিভাগ:** রাসূল (স)-এর সময়ে দু'বার আদমশুমারি করেছিলেন। দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে প্রথম বার এবং পরে আরেক বার এ কাজ করেন। তাতে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের নামের তালিকা প্রণয়ন করেন।

১১. **সিলমোহর বিভাগ:** মুকার ইবনে আবী ফাতিমার কাছে রাসূল (স)-এর সিল মোহরকৃত আংটি সংরক্ষিত থাকত।

১২. **অভ্যর্থনা বিভাগ:** আনাস ইবনে মালেক (রা), বারাহ (রা)।

১৩. **স্থানীয় সরকার বিভাগঃ** মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে আটটি প্রাদেশিক এলাকা ছিল। 'ওয়ালী' নামে পরিচিত এ সমস্ত এলাকায় শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

১৪. **প্রতিরক্ষা বিভাগঃ** সে সময় বেতনভুক্ত কোনো নিয়মিত সেনাবাহিনী ছিল না। প্রয়োজনে প্রত্যেক মুসলমানকে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হতো। রাসূলুল্লাহ (স) নিজে এ বিভাগের সর্বাধিনায়ক ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনে সেনাপতি নিযুক্ত করতেন। সেনাপতিগণ হলেন– ১. আবূ বকর সিদ্দীক (রা), ২. ওমর ফারূক (রা), ৩. আলী মুরতযা (রা), ৪. যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা), ৫. আবূ ওবায়দা ইবনে যাররাহ (রা), ৬. উবাদা ইবনে সামেত (রা), ৭. হামযা ইবনে মুত্তালিব (রা), ৮. মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা), ৯. খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা), ১০. আমর ইবনুল আস (রা), ১১. উসামা ইবনে যায়েদ (রা)।

১৫. **রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিগত বিভাগঃ** এ বিভাগে কাজ করতেন– ১. হানযালা ইবনে আল রবী (রা) (রাসূলুল্লাহ (স) একান্ত সচিব)। ২. শুরাহবিল ইবনে হাসান (রা) সচিব। ৩. আনাস ইবনে মালেক (রা)।

১৬. **দণ্ড (শাস্তি) বিভাগঃ** প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের শাস্তি কার্যকর করার কাজে দায়িত্ববান ছিলেন– ১. যুবায়ের। ২. হযরত আলী। ৩. মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ। ৪. মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম। ৫. আসেম ইবনে সাবিদ। ৬. দাহহাক ইবনে সুফিয়ান কেলাবি।

১৭. **ওহী লিখন বিভাগঃ** ওহী লিখনের মহান দায়িত্ব পালন করতেন– ১. যায়েদ ইবনে সাবিত (রা), ২. আবূ বকর সিদ্দীক (রা), ৩. উমর ফারূক (রা), ৪. উসমান (রা), ৫. আলী (রা), ৬. উবাই ইবনে কা'ব (রা), ৭. আবদুল্লাহ ইবনে সারাহ (রা), ৮. যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা), ৯. খালিদ ইবনে সাঈদ (রা), ১০. আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা), ১১. খালিদ ইবনে ওলীদ (রা), ১২. মুগীরা ইবনে শো'বা (রা), ১৩. মুয়াবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান (রা)-সহ প্রায় চল্লিশ জন।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের পরিসংখ্যান

বদর যুদ্ধ

বদর একটি কুয়ার নাম। এখানে যুদ্ধ হয় বলে বদর নাম হয়েছে। দ্বিতীয় হিজরী ১৭ রমযান যুদ্ধটি সংঘটিত হয়।

মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ৩১৩ জন, উট সংখ্যা ৭০টি, ঘোড়া সংখ্যা ২টি, সেনাপতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং।

শত্রু সৈন্যসংখ্যা ১০০০ জন, অশ্বারোহী ৩০০ জন, খাদ্য ব্যবস্থাপনায় ছিল ৯ জন, সেনাপতি আবূ জাহেল ইবনে হিশাম। ১৪ জন শহীদ, শত্রু নিহত হয়

৭০ জন, ৭০ জন বন্দী, মুসলিম মুহাজির ৬ জন, আনসার ৮ জন। এ যুদ্ধে সেনাপতি আবূ জাহেলসহ ১১ জন কুরাইশ নেতা নিহত হয়।

মুহাজির শহীদ ৬ জন হলেন– ১. হযরত মাহজা ইবনে সালিহ (রা), ২. উবায়দা ইবনে হারিস (রা), ৩. উমায়ের ইবনে আবী ওয়াককাস (রা), ৪. আকিল ইবনে বুকাহ, ৫. যুশ শিমালাইন (রা)।

আনসার শহীদ ৮ জন হলেন– ১. সা'দ ইবনে খায়সামা, ২. মুবাশশর ইবনে আবদিল মুনজির, ৩. ইয়াজিদ ইবনে হারিয, ৪. উমাইর ইবনে হাম্মাম, ৫. রাফে ইবনে মুয়াল্লা (রা), ৬. হারিস ইবনে সুরাফা, ৭. আওফ ইবনে হারিছ, ৮. মুয়াবিয়া ইবনে হারিছ।

উহুদ যুদ্ধ

উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় বলে উহুদ নাম হয়েছে। ৩ হিজরী ২১ সাওয়াল মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ৭০০ জন, ঘোড়া ২টি, প্রধান সেনাপতি রাসূলুল্লাহ (স), শহীদ হন ৭০ জন। এছাড়া পতাকাবাহী ছিল ৩ জন। মুহাজিরদের নেতৃত্বে হযরত আলী (রা) পতাকা খাজরাজ গোত্রের পতাকাবাহী খাববাব ইবনে মুনায়ের ও আওস গোত্রের পতাকা ছিল উমায়ের ইবনে হুযায়েরের হাতে।

শত্রু সৈন্যসংখ্যা ৩০০০ হাজার, ঘোড়া ২০০০, বর্ম ৭০০, যুবতী মহিলা ১৫ জন, সেনাপতি আবু সুফিয়ান, অশ্ববাহিনী প্রধান খালেদ ইবনে ওয়ালিদ।

মুসলিম মুজাহিদ শহীদ হন ৭০ জন। বন্দী নেই। হামযা, হানজালা, মুস'আব ইবনে উমাইর ও যায়েদ আনসারী (রা) এ যুদ্ধে শহীদ হন।

শত্রুদের ১৭ জন নেতা নিহত হয়। ওয়ালিদ ও উবাই ইবনে খালফ তাদের মধ্যে অন্যতম।

এ যুদ্ধে রাসূল (স) আহত হন। উতবা ইবনে আক্কাসের বর্শার আঘাতে রাসূল (স)-এর ডানদিকের নিচের দাঁত ভেঙে যায়। আবদুল্লাহ ইবনে শিহাব কপালে আঘাত করলে কপাল ফেটে যায়।

ইবনে কামিয়াহ চোয়ালে আঘাত করলে হেলমেট ভেঙে চোয়ালে ঢুকে যায়। আবু আমের মুসলমানদের মারার জন্য যে গর্ত খুঁড়েছিল তাতে রাসূল (স) পড়ে যান।

খন্দক যুদ্ধ

এ যুদ্ধ খন্দক (বাঙ্কার) খুঁড়ে করা হয়েছিল বলে একে খন্দকের যুদ্ধ বলা হয়। ৫ হিজরী ৫ যিলকদ মাস। খন্দকের যুদ্ধ শুরু হয়। ৩ হাজার গজ দীর্ঘ ১০ গজ চওড়া ও ৫ গজ গভীর। সালমান ফারসীর পরামর্শে এই খন্দক খুঁড়া হয়।

সেনাপতি রাসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং, মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ৩০০০ হাজার, ঘোড়া ৩৬, শহীদ ১, পতাকাবাহী যায়েদ বিন হারেসা, সা'দ বিন উবায়দা।

শত্রু সেনাপতি আবু সুফিয়ান, সৈন্য ১০ হাজার, ঘোড়া ৩ হাজার, উট ১৫০০, নিহত ১। মুসলমানদের বিজয় হয়। ২৭ দিন অবরোধের পর রাতে ভীষণভাবে বৃষ্টি ও ঝড় তুফান হয়। ফলে শত্রু সৈন্যরা পালিয়ে যায়।

খাইবার যুদ্ধ

মদিনা থেকে ৮০ মাইল দূরে খুব বড় একটি শহরের নাম খাইবার। এটা ছিল ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্রের আস্তানা। ৭ হিজরী ১ মুহররম:

সেনাপতি রাসূলুল্লাহ (স), মুসলিম সৈন্য ১৪০০, অশ্বারোহী ২০০, ঘোড়া ও উট ২০০, শহীদ ১৮।

শত্রু সৈন্য সংখ্যা ২০ হাজার, ২০ দিন অবরুদ্ধ ছিল, ৯৩ জন নিহত। এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হয়।

মুতার যুদ্ধ

মুতা জর্দানের বালাক এলাকার একটি জনবস্তি। এখন থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস মাত্র দুই মনজিল। এখানে মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৮ হিজরী জমাদিউল আউয়াল মাস।

মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ৩০০০, শহীদ ১২ জন।

শত্রু সৈন্যসংখ্যা ১ লাখ।

হুনাইনের যুদ্ধ

হুনায়েন একটি ময়দান। যা জুলমাজাযের নিকটে। এখান থেকে মক্কার দূরত্ব দশ মাইলের বেশি। এখানে হুনাইনের যুদ্ধ হয়। ৮ হিজরী ১০ সাওয়াল।

সেনাপতি রাসূলুল্লাহ (স), মুসলিম সৈন্য ১২ হাজার, শহীদ ৪ জন।

শত্রু পক্ষ নিহত ৭০, বন্দী ৬০০০, গনীমত: উট ২৪ হাজার, বকরি ৪০ হাজার, রৌপ্য ১ লাখ ৬০ হাজার দিরহাম।

তাবুক যুদ্ধ

সিরিয়ার সীমান্ত এলাকার একটি জায়গার নাম তাবুক। এখানে ১ মাস মুসলিম সৈন্যরা অবরোধ করে থাকেন। ৯ হিজরী রজব মাস:

সেনাপতি রাসূলুল্লাহ (স), মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ৩০ হাজার, ঘোড়া ও উট ১০ হাজার।

শত্রু সৈন্য ২ লাখ, রোম সম্রাট কাইসারের পিছুটান। ৩০ দিন অবরোধের পর বিনা যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

মিরাজ

মিরাজ অর্থ উর্ধ্বে গমন। ১১ নবুওয়াতী বছরে ২৭ রজব রাতে মিরাজের ঘটনা ঘটে। এই রাতে রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করেন।

রাসূলুল্লাহ (স) কাবা শরীফে শুয়েছিলেন। জিব্রাইল (আ) ও মিকাইল (আ) এসে বললেন, চলুন আমাদের সাথে। বোরাকে করে দ্রুত বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে গিয়ে রাসূল (স)-এর ইমামতে দু'রাকাআত নামায পড়া হলো। তারপর বোরাকে চড়ে আকাশে ভ্রমণ শুরু হলো।

প্রথমাকাশে আদম (আ)। দ্বিতীয় আকাশে ঈসা (আ) ও ইয়াহিয়া (আ)। তৃতীয় আকাশে ইউসুফ (আ)। চতুর্থাকাশে ইদ্রীস (আ)। পঞ্চমাকাশে হারূন (আ)। ষষ্ঠাকাশে মূসা (আ) ও সপ্তমাকাশে ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়।

এরপর সিদরাতুল মুনতাহার দিকে অগ্রসর হন। পথে হাউযে কাউসার দেখতে পান। তারপর বেহেশত-দোযখ দেখানো হয়। আল্লাহর সাথে কথা-বার্তা বলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়। এরপর তিনি বায়তুল্লাহ ফিরে আসেন। এক রাতেই এসব ঘটনা ঘটে। সুবহে সাদিকের আগেই এ ভ্রমণ শেষ হয়।

হিজরত

হিজরত অর্থ পরিত্যাগ করা অর্থাৎ মক্কা ত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদিনা গমন করাকে হিজরত বলা হয়।

১৩ নবুওয়াতী বছর ৮ রবিউল আউয়াল (৬২২ ঈসায়ী) জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রাসূলুল্লাহ (স) আবূ বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে হিজরতের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। ভোর হওয়ার আগেই মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে সওর পাহাড়ের গুহায় অবস্থান নেন। সেখানে তিন রাত থাকার পর মদীনার পথে রওনা হন।

১২ রবিউল আউয়াল সোমবার দুপুরের আগে তিনি মদিনার নিকটবর্তী কুবায় গিয়ে পৌঁছান। সেখানে চার দিন অবস্থান করেন এবং এখানে প্রথম জুমার নামায আদায় করেন। এটি মসজিদে কুবা নামে পরিচিত।

এদিকে কুরাইশ দুর্বৃত্তরা সারারাত ধরে রাসূল (স)-এর বাড়ি ঘেরাও করে রাখে। এর মধ্য দিয়ে কখন যে রাসূল (স) বের হয়ে যান তারা মোটেই টের পায়নি। যারা বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছিল, তারা হলো–

১. আবূ জাহেল। ২. আবূ লাহাব। ৩. হাকাম ইবনে আছ। ৪. উকবা ইবনে আবূ মুয়াইত। ৫. নজর ইবনে হারেস। ৬. উমাইয়া ইবনে খালফ। ৭. জাময়া ইবনে আসওয়াদ। ৮. তুয়াইমা ইবনে আদী। ৯. উবাই ইবনে খালফ। ১০.

নুবাই ইবনে হাজ্জাজ। ১১. মুনাব্বাহ ইবনে হাজ্জাজ। তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ (স) বাড়ি থেকে বের হলে এক যোগে তারা হামলা করবে। তাদের এ ষড়যন্ত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ব্যর্থ করে দেন।

৬২২ ঈসায়ী ৩০ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ১৬ রবিউল আউয়াল জুমাবার রাসূল (স) মদিনায় পৌছেন। এ সময় থেকে হিজরী সন গণনা শুরু হয়।

রাসূল (স) মদীনায় পৌছলে সকলে নিজ নিজ বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বললেন, কার বাড়ি সবচেয়ে নিকটে? আবূ আইয়ুব আনসারী বললেন, আমার বাড়ি। এই দেখুন আমার ঘর। এই দেখুন দরজা। তখন রাসূল (স) বললেন, যাও আমাদের জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা কর। আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) বললেন, আসুন! আসুন! বিশ্রাম করুন। রাসূল (স) এখানে ৭ মাস অবস্থান করেন।

মক্কা বিজয়

হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে রাসূলুল্লাহ (স) দশ হাজার সৈন্য নিয়ে ৮ হিজরীর রমযান মাসের ১০ তারিখে বাদ আছর মক্কা অভিমুখে রওনা করেন।

মক্কার নিকটে গিয়ে রাসূল (স) তাঁবু গাঁড়লেন। রান্নার জন্য আলাদা আলাদা চুলা জ্বালানোর কথা বলা হয়েছিল। সেই মোতাবেক প্রচুর সংখ্যক চুলায় রান্না চলছিল। শত্রুদের মাঝে ভীতি সৃষ্টির জন্য এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। মক্কায় প্রবেশের জন্য রাসূল (স) মুসলিম সৈন্যদের চারটি দলে ভাগ করলেন।

১. প্রথম দলের নেতা যুবায়ের (রা)
২. দ্বিতীয় দলের নেতা আবূ উবায়দা (রা)
৩. তৃতীয় দলের নেতা সা'দ বিন উবাদা (রা)
৪. চতুর্থ দলের নেতা খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)

পথিমধ্যে আব্বাস (রা)-এর কাছে আবূ সুফিয়ান (কুরাইশ নেতা) গ্রেফতার হন এবং রাসূল (স)-এর হাতে মুসলমান হন। এর পূর্বে তিনি মুসলমানদের সকল যুদ্ধে শত্রু পক্ষের নেতৃত্ব দেন।

রাসূল (স) মক্কায় প্রবেশ করে কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ না করে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন এভাবে–

১. যারা কাবা ঘরে আশ্রয় নেবে তারা নিরাপদ।
২. যারা নিজ ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকবে তারা নিরাপদ।
৩. যারা আবূ সুফিয়ানের ঘরে ঢুকে থাকবে তারা নিরাপদ।

তবে এই ব্যক্তিরা ছাড়া। তাদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে তোমরা হত্যা করবে। যদি কাবা ঘরের পর্দার নিচে লুকিয়ে থাকে তা হলেও–

১. আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ। ২. আবদুল্লাহ ইবনে খাত্তাল। ৩. খাত্তালের দাসী আরনব। ৪. খাত্তালের আরেক দাসী। ৫. হুহাইরিজ ইবনে নুকাইজ। ৬. মিকইয়াস ইবনে লুবাবা। ৭. সারা (আবদুল মুত্তালিবের দাসী)। ৮. ইকরামা ইবনে আবূ জাহেল। ৯. হাব্বাব ইবনে আসওয়াদ। পরে এর মধ্য হতে পাঁচজনকে প্রাণ ভিক্ষা দেওয়া হয়। বাকিদেরকে হত্যা করা হয়।

রাসূল (স) সূরা ফাতহ তিলাওয়াত করতে করতে উটে চড়ে নতশীরে মক্কায় প্রবেশ করলেন। মাথায় লোহার হেলমেট। তার উপর কালো পাগড়ি বাঁধা। পতাকা ছিল সাদা ও কালো রঙের। কাবা ঘরে ঢুকে মূর্তিগুলো সরানোর নির্দেশ দিলেন। তখন সেখানে ৩৬০টি মূর্তি এবং দেয়ালে নানা রকম চিত্র আঁকানো ছিল। সবকিছু নিশ্চিহ্ন করার নির্দেশ দেওয়া হলো।

মক্কা বিজয়ের পরদিন রাসূলুল্লাহ (স) জনসমাবেশে ভাষণ দিলেন। সেখানে কুরাইশদের বড় বড় নেতা উপস্থিত ছিলেন। যারা মুসলমানদের উপর নির্যাতন করেছে। অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ ও মারধর করেছে, ঘর-বাড়ি হারা করে তা দখল করে নিয়েছে। রাসূল (স)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে, আপন চাচার কলিজা বের করে চিবিয়েছে– এমনকি ইসলাম নিশ্চিহ্ন করার জন্য জীবনপণ করেছিল তারাও উপস্থিত ছিল।

রাসূল (স) সবাইকে লক্ষ করে বললেন, যাও! আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। তোমরা সবাই মুক্ত। যারা মুসলমানদের বাড়ি দখল করে নিয়েছিলেন তা ফেরত দেওয়ারও কোনো ব্যবস্থা করলেন না বরং মুহাজিরদেরকে তার দাবি ছেড়ে দেওয়ার উপদেশ দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই আচরণে সবাই ঘোষণা করলেন, সত্যি আপনি আল্লাহর নবী, কোনো দেশ জয়ী বাদশা নন। এই ছিল মক্কা বিজয়ের দৃশ্য।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকাল

২৮ সফর শেষ বুধবার রাসূলুল্লাহ (স) জ্বর ও মাথার ব্যথায় আক্রান্ত হন। ৩ রবিউল আউয়াল সাথীদের নিয়ে জান্নাতুল বাকী গোরস্থানে শেষবারের মতো জিয়ারত করেন। ৮ রবিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার রোগ আরো বেড়ে যায়। তিনি কিছু লিখতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি।

১১ রবিউল আউয়াল রবিবার রাসূল (স)-এর চাচা আব্বাস (রা) তাঁকে 'লাদুদ' নামে ঔষধ খাওয়ান। একটু হুঁশ হলে তিনি রাগ করেন।

১২ রবিউল আউয়াল। ভোরে আয়েশার ঘরের পর্দা সরিয়ে দেখলেন, মুসলমানেরা আবূ বকরের নেতৃত্বে ফজরের নামায আদায় করছেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি খুশি হয়ে হাসলেন।

১১ হিজরী ১২ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ৭ জুন সোমবার দুপুরের কাছাকাছি সময়ে আয়েশার ঘরে তাঁর কোলে মাথা রেখে তিনি চির বিদায় নেন।

ইনতিকালের সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট মাত্র ৭টি দিরহাম ছিল, যা গরীবদের মাঝে তখনই বিলি করে দেন।

রাসূলুল্লাহ (স) চাদর ও লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় ইনতিকাল করেন এবং সেই অবস্থায় তাকে ধোয়ানো হয়। আলী, আব্বাস, আব্বাসের দুই ছেলে ফজল ও কুছাম এবং উসামা বিন যায়েদ গোসল করান। রাসূল (স)-এর মুক্ত গোলাম শুকরান শরীরে পানি ঢালেন। ১৩ রবিউল আউয়াল, মঙ্গলবার রাতে জানাযা শেষ হয়।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জানাযায় কেউ ইমামতি করেননি। লাইন ধরে দশ দশ জন লোক এসে দু'আ করে চলে যান। আলী, ফজল, কুছাম ও শুকরান কবরে নেমে লাশ রাখেন। বেলাল কবরে পানি ছিটিয়ে দেন।

রাসূল (স)-এর মোট জীবনকাল ৬৩ বছর ৪ মাস অথবা ২২,৩৩০ দিন ৬ ঘণ্টার মতো।

রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে কুরআনে আলোচিত আয়াতসমূহ

○ **হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আগমনবার্তা**

সূরা আরাফঃ ১৫৭; সূরা সফঃ ৬।

○ **মুহাম্মদ (স)-এর আত্মপরিচয়**

সূরা আলে ইমরানঃ ১৪৪; সূরা আনআমঃ ৫০, ৬৬; সূরা আরাফঃ ১৮৭, ১৮৮; সূরা ইউনুসঃ ১০৮; সূরা হিজরঃ ৮৯; সূরা বনূ ইসরাইলঃ ৫৪; সূরা হজ্জঃ ৪৯; সূরা সাদঃ ৭০; সূরা হা-মীমঃ ৬; সূরা আহকাফঃ ৯; সূরা জীনঃ ২১-২২।

○ **মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তি, রাসূল হওয়ার সত্যতার সাক্ষী ও দায়িত্ব কর্তব্যের পরিসীমা**

সূরা যোহাঃ ৭; সূরা তাকবীরঃ ২২-২৫; সূরা রা'দঃ ৩৮-৪৩; সূরা সাবাঃ ৪৬; সূরা ইয়াসিনঃ ৩-৪; সূরা শুরাঃ ৫২; সূরা যুখরুফঃ ৪৩-৪৪; সূরা

ফাতহ: ৮, ২৯; সূরা নজম: ১, ১২, ৫৬; সূরা সফ: ৬; সূরা যুমার: ২; সূরা কালাম: ২-৭।

- **মুহাম্মদ (স) একজন পদপ্রদর্শক, সতর্ককারী রাসূল, বিশ্বনবী ও শেষ নবী**

  সূরা আলে ইমরান: ১৪৪; সূরা আ'রাফ: ১-২, ১৫৮; সূরা হূদ: ২; সূরা হাজ্জ: ৪৯; সূরা ফোরকান: ১; সূরা সাদ: ৭, ৬৫-৭০; সূরা আহকাফ: ১, ৯; সূরা কাফ: ১-২; সূরা আহযাব: ৪০, ৪৫, ৪৬; সূরা আম্বিয়া: ১০৭; সূরা নজম: ৫৬। সূরা সাবা: ২৮।

- **মুহাম্মদ (স) গণক, কবি বা পাগল নয়, বল প্রয়োগ করে দীন বুঝানো তার দায়িত্ব নয়, তিনি কারো কাছে পারিতোষিক চান না, তিনি নিজ প্রবৃত্তি থেকে কিছু বলেননি**

  সূরা ইউনুস: ২, ১৫; সূরা হিজর: ৬-১১; সূরা আম্বিয়া: ৫, ৪৮; সূরা ইয়াসিন: ৬৯; সূরা সাফফাত: ৩৬; সূরা তূর: ২৯, ৩০; সূরা কালাম: ২-৬; সূরা হাক্কাহ: ৪০-৪১; সূরা আনআম: ৬৬; সূরা ফোরকান: ৫৭; সূরা সাবা: ৪৭; সূরা সাদ: ৮৬; সূরা শুরা: ২৩; সূরা নজম: ১-৬।

- মুহাম্মদ (স)-এর বক্ষ বিদীর্ণ, আল্লাহর সাথে কথা বলা, মিরাজ ও ফেরেশতা দর্শন

  সূরা ইনশিরাহ: ১-৮; সূরা নজম: ৬-১৮; সূরা তাকবীর: ২৩; সূরা বনূ ইসরাইল: ১, ৬০।

- **মুহাম্মদ (স)-এর পারিবারিক জীবনধারা, স্ত্রীদের প্রতি নির্দেশ ও তাঁদের মর্যাদা**

  সূরা আহযাব: ৬, ২৮-৩৪, ৩৭-৫২। সূরা তাহরীম: ১-৫।

- **মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে গবেষণা করা, অনুসরণ করা ও সম্মান প্রদর্শন করা**

  সূরা আরাফ: ১৮৪; সূরা আলে ইমরান: ৩১-৩২; সূরা নিসা: ৫৯-৮০; সূরা মায়িদা: ৯২; সূরা আনফাল: ২০; সূরা আনআম: ৫৪; সূরা আহযাব: ৬, ২১, ৩১, ৩৬, ৫৩-৫৭; সূরা মুহাম্মদ: ৩৩; সূরা ফাতহ: ৯, ১০; সূরা তাগাবুন: ১২; সূরা নূর: ৬২, ৬৩; সূরা সাবা: ৪৬; সূরা হুজরাত: ১-৮; সূরা মুজাদালাহ: ১১-১৩।

এছাড়া মুহাম্মদ (স)-কে সম্বোধন করে আল্লাহর প্রেরিত নির্দেশাবলি, মুনাফিকদের আচরণ, কাফিরদের শত্রুতা বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিচার-ফায়সালা, সমস্যা সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। বলতে গেলে পুরো কুরআন তো মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্যই নাযিল হয়। আর তিনি ছিলেন বিশ্ব মানবতার মহান নেতা। তাই তাঁকে ঘিরে কুরআনের অবতারণা।

***

তথ্যসূত্র

১. তাফসীরে ইবনে কাসীর
২. মা'আরেফুল কুরআন
৩. তাফহীমুল কুরআন
৪. তাফসীরে নুরুল কুরআন
৫. সহীহ বুখারী
৬. সহীহ মুসলিম
৭. মুয়াত্তা মালিক
৮. তিরমিযী
৯. নাসায়ী
১০. সামায়েলে তিরমিযী
১১. ইবনে মাজাহ
১২. আবূ দাউদ
১৩. বায়হাকী
১৪. মুসনাদে আহমদ
১৫. যাদুল মায়াদ
১৬. সীরাতে ইবনে ইসহাক
১৭. সীরাতে ইবনে হিশাম
১৮. সীরাতে সরওয়ারে আলম
১৯. সিরাতুন নবী (স)
২০. সাইয়েদুল মুরসালিন
২১. রাহীকুল মাখতুম
২২. মহানবীর (স) সীরাত কোষ
২৩. ইসলামী বিশ্ব কোষ
২৪. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা
২৫. মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স)
২৬. বিশ্ব নবীর সাহাবী
২৭. মহিলা সাহাবী
২৮. আল বালাগ
২৯. সিরাজাম মুনিরা
৩০. রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন
৩১. সীরাত সংকলন
৩২. আল কুরআনের বিষয় অভিধান
৩৩. ইসলামের সোনালী যুগ
৩৪. সীরাতে রাসূলে পাক (স)
৩৫. রাসূলুল্লাহর (স) মাক্কী জীবন।

***

সবুজপত্র পাবলিকেশন্স প্রকাশিত কয়েকটি বই

১.	আল-কুরআনুল কারীম [নূরানী ছাপা, রয়েল সাইজ, ২ রঙ]	৫২০
২.	সহজ বাংলায় আল-কুরআনের অনুবাদ (অখণ্ড) -কয়েকজন বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলারের সমন্বিত উদ্যোগ	১,৪০০
৩.	উসূলুল ঈমান [ঈমানের মৌলিক নীতিমালা] -অনুবাদ: ড. মোহাম্মদ মানজুরে এলাহী, ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া	৩৮০
৪.	ইসলামী আকীদাহ: তাওহীদ শিরক বিদ'আত -ড. মুহাম্মাদ রফীকুর রহমান মাদানী	৩৮০
৫.	মহানবী (স)-এর দাওয়াত: পর্যায়ক্রমিক কৌশল ও মাধ্যম -প্রফেসর ড. আবদুর রহমান আনওয়ারী	৪০০
৬.	প্রশ্নোত্তরে ফিকহুল ইবাদাত [তাহারাত, সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ্জ] -অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম মক্কী	৬০০
৭.	যাকাত আপনারও ফরয হতে পারে, উশর একটি ফরয ইবাদাত -মাওলানা মোফাজ্জল হক	৬০
৮.	রমযান মাসের ৩০ আসর -শায়খ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল উসাইমীন অনুবাদ: আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া ও আলী হাসান তৈয়ব	৩০০
৯.	হজ উমরাহ যিয়ারাত -মুফতী নুমান আবুল বাশার, আলী হাসান তৈয়ব সম্পাদনা: ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, ড. আব্দুল জলীল	৩৪০
১০.	ইসলামে হজ্জ ও ওমরা -আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ	৪২০
১১.	কবর কিয়ামাত আখিরাত -অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম মক্কী	৩৬০
১২.	মানুষের শেষ ঠিকানা -আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ	২৮০
১৩.	ইসলামে হালাল-হারাম -প্রফেসর ড. মাহফুজুর রহমান	৪২০
১৪.	সাহাবীদের আলোকিত জীবন [প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড] প্রতি খণ্ড- -ড. আব্দুর রহমান রা'ফাত পাশা, অনুবাদ: মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম	২৫০
১৫.	মহৎ প্রাণের সান্নিধ্যে [প্রথম খণ্ড; সাহাবী পর্ব] -ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ রচিত সিয়ারু আলামিন নুবালার সংক্ষিপ্ত রূপ অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মজুমদার, অনুবাদ-সম্পাদনা: ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া	৪৬০
১৬.	বিগ ব্যাং ও মহাবিশ্বের আবির্ভাব -প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউসুফ আলী	৫০০
১৭.	কুরআন দিয়ে নিজের চিকিৎসা করুন -অনুবাদ: হাফেয মাহমুদুল হাসান মাদানী	৭০
১৮.	হিস্‌নুল মুসলিম [কুরআন-হাদীস থেকে সংকলিত দৈনন্দিন যিক্‌র দু'আ চিকিৎসা] -সাঈদ ইবন আলী আল কাহতানী, অনুবাদ: ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া	১৬০
১৯.	হায়াত কিভাবে দীর্ঘায়িত করবেন -ড. মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আন নাঈম অনুবাদ: মাসুম বিল্লাহ মজুমদার, অনুবাদ-সম্পাদনা: ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া	২০০
২০.	গুনাহ মার্জনাকারী নেক আমল -মুহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ	৪৬০
২১.	আদর্শ মুসলিম (৩০০ টাকা); ২২. আদর্শ মুসলিম নারী -ড. মুহাম্মদ 'আলী আল হাশিমী, অনুবাদ: মাসউদুর রহমান নূর	৪০০
২৩.	চরিত্র গঠনের উপায় -অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম মক্কী	৩৬০
২৪.	আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা -মোহাম্মদ আবদুল মান্নান	২০০
২৫.	মুসলিম যুবসমাজের ক্যারিয়ার গঠন ও দক্ষতা উন্নয়ন -আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ	৩০০
২৬.	ইসলামে পরিবার ও পারিবারিক কল্যাণ -ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান	১২০
২৭.	মহিলা মাসাইল [দেশ-বিদেশের মহিলাদের প্রশ্নোত্তর সংকলন] সংকলক: মুহাম্মাদ বিন আবদুল আযীয আল মুসনাদ, অনুবাদ: মাসউদুর রহমান নূর	৩৪০
২৮.	কালো গেলাফ -মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান	২৮০
২৯.	ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ [পরিপালন প্রয়োগ পদ্ধতি] -মুহাম্মদ মাহ্‌ফুজুর রহমান, বিএম হাবিবুর রহমান	২০০

এক নজরে
রাসূলুল্লাহ (স)-কে জানুন

মাওলানা মোফাজ্জল হক